NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ডিএ বকেয়া, মুখ্যসচিব-অর্থসচিবকে আদালত অবমাননার নোটিস

আজই শেষ এসআইআরের শুনানি পর্ব ২

কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৪৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.02.2026, Vol.19, Issue No. 244, 8 Pages, Price 3.00

নৌকোহীন পদ্মা-পারে ফের ফুটল ধানের শিষ

‘স্বপ্নে দেখা বাংলাদেশ’ গড়াই চ্যালেঞ্জ তারেকের

মোট আসন ৩০০
সরকারে দরকার ১৫১
ভোট হয়েছে ২৯৯ আসনে
শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ফলাফল

বিএনপি	জামায়াতে	অন্যান্য
২১২	৭৭	১০

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ‘সবার আগে বাংলাদেশ’! এই স্লোগান নিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। ভোটের ফল বলছে, বাংলাদেশের জনগণ ‘সবার আগে’ রাখল সেই বিএনপি-কেই। আনুষ্ঠানিক ভাবে ফলাফল ঘোষণা করা না-হলেও গণনায় স্পষ্ট ইঙ্গিত, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ২০ বছর পর ফের ঢাকার মসনদে ফিরছে প্রয়াত খালেদা জিয়ার দল।

‘প্রত্যাবর্তন’! ভোটের ফলাফলকে এই একটি শব্দেই ব্যাখ্যা করছেন বিএনপি-র কর্মী-সমর্থকেরা। তাঁদের প্রাপ্ত আসনসংখ্যার দিকে নজর রাখলে প্রত্যাবর্তনের আগে ‘দাপুটে’ শব্দটি জুড়ে দিলেও অত্যুক্তি হবে না। ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে দেশে ফিরে এলেন, দেখলেন, জয় করলেন! প্রত্যাশিতভাবেই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনের পথে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ২৯৯ টি আসনের সংসদে জাদুসংখ্যা পেরিয়েছে খালেদা জিয়ার দল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান নিজে। আর বেসরকারি ফলাফল অনুযায়ী দুটি আসনেই জয় পেয়েছেন তারেক। সেইসঙ্গে খালেদা এবং হাসিনার মতো নারীদের প্রাধান্য সরিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন এক পুরুষ। আর সংসদে বিরোধী দলের আসনে জামাত-ই-ইসলামি। শুক্রবার ভোররাতে নির্বাচন কমিশন এই ফল ঘোষণা করেন। নিষেধাজ্ঞা থাকায় এবারের ভোটে অংশ নিতে পারেনি ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ।

শেখ হাসিনার প্রায় ১৬ বছরের প্রধানমন্ত্রিত্বে (২০০৮ থেকে ২০২৪) আওয়ামী লীগের প্রভাব যত বেড়েছিল, ততই শক্তিহীন হয়েছিল বিএনপি। বাংলাদেশের গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দু’টিতে (২০১৪ এবং ২০২৪) লড়েইনি তারা। ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে লড়ে বিএনপি জিতেছিল মাত্র সাতটি আসনে! বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহল খালেদা জিয়ার দলকে কার্যত খরচের খাতাতেই ফেলে দিয়েছিল।

শেষ কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতি আবর্তিত হয়েছে খালেদা এবং হাসিনাকে কেন্দ্র করেই। সেই ‘অক্ষ’ থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিকে বার করে আনার ডাক দিয়েছিলেন জামাত এবং এনসিপি-র নেতারা। কিন্তু দেখা গেল, বাংলাদেশের জনগণ এখনও অচেনা বা অল্প চেনাদের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিতে স্বচ্ছন্দ নন। হাসিনার আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসাবে তাঁরা এখনও বিএনপি-কেই চান।

উল্লেখ্য, হাসিনার আমলে বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হন বিএনপি-র শীর্ষস্থানীয় বহু নেতা-কর্মী। অভিযোগ, এই মামলাগুলির অধিকাংশই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে দায়ের করা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে নড়বড়ে বিএনপি-র হাল ধরবেন কে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছিল। খালেদার অসুস্থতা, খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের লন্ডনবাস সেই প্রশ্নকে আরও জোরালো করেছিল। এই সময়কালে জিয়া পরিবারেও ভাঙন ধরে। ২০১৮ সালে দু’টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় দুর্নীতির অভিযোগে ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয় খালেদার। বিএনপি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে ২০০৮ সালে দেশ ছাড়েন তারেক।

বাংলায় অভিনন্দন বার্তা মোদীর, ‘তারেকভাইকে’ শুভেচ্ছা মমতার

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ী হতে চলেছে বিএনপি। গণনায় এমন ইঙ্গিত স্পষ্ট হতেই বিভিন্ন দেশ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছোচ্ছে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে। শুক্রবার সকালে সমাজমাধ্যমে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে বাংলায় একটি পোস্ট করে তারেককে ‘আন্তরিক অভিনন্দন’ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দুই পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপি-র নির্ণায়ক জয়ে নেতৃত্বে দেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।’

বৃহস্পতিবার পদ্মাপাড়ে ভোটের পর শুক্রবার সকালের দিকে ফলাফলে তা স্পষ্ট হতেই ‘তারেকভাই’কে শুভেচ্ছা জানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে বাংলায় পোস্ট করে তিনি লিখলেন, ‘বাংলাদেশের সকল ভাইবোনকে, জনগণকে, জানাই আমার শুভনন্দন, আমার আগাম রমজান মোবারক। বাংলাদেশের এই বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই আমার তারেকভাইকে, তাঁর দলকে ও অন্যান্য দলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন।’ পাশাপাশি তাঁর আশা, দুই বাংলার সুসম্পর্ক বজায় থাকবে।

শুক্রবার সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তারেক রহমানকে পাঠানো অভিনন্দন বার্তা প্রসঙ্গে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমরাও আমাদের দলের পক্ষ থেকে নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দুই দেশের সম্পর্ক এবং দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।’

ভারত-বাংলাদেশ বহুমুখী সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে তারেককে একসঙ্গে কাজ করারও আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী লেখেন, ‘আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য এবং অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি।’ একই সঙ্গে মোদী লেখেন, ‘গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে ভারত তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে।’

পিএমও-র নতুন ভবন সেবাতীর্থে প্রথম দিনেই বেশ কয়েকটি প্রকল্পে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর নতুন দপ্তর ‘সেবাতীর্থ’

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: স্বাধীনতার পর প্রথমবার। বদলে গেল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের ঠিকানা। এখন থেকে আর সাউথ ব্লকে থাকছে না ‘প্রাইম মিনিস্টার অফিস বা পিএমও’। শুক্রবার সেন্ট্রাল ভিস্তায় তিন ভবনবিশিষ্ট নতুন কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন মোদী, যার পোশাকি নাম ‘সেবাতীর্থ’। সাউথ ব্লকের ঐতিহাসিক ভবন ছেড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পা রাখলেন নতুন দপ্তরে। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পে তৈরি নতুন প্রশাসনিক ভবনের এগজিকিউটিভ এনক্লেভ-১-এর সেবা তীর্থ-১-এ প্রধানমন্ত্রীর ওই নতুন দপ্তর তৈরি হয়েছে।

উদ্বোধনের পরই নতুন অফিস থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন প্রধানমন্ত্রী। সই করলেন এমন কিছু ফাইলে, যার ফলে দেশের নারী, কৃষক এবং যুবকেরা উপকৃত হবেন বলে মত প্রশাসনিক মহলের। শুধু তা-ই নয়, দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সংক্রান্ত নতুন প্রকল্পের নথিতে স্বাক্ষর করেন প্রধানমন্ত্রী।

সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে এই মোদী সরকারই প্রধানমন্ত্রীর এই নতুন দপ্তর তৈরি করেছে। সেবা তীর্থ-১-এ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর স্থানান্তরিত হয়েছে। তার পাশে, সেবা তীর্থ-২ তে মন্ত্রিসভার সচিবালয়, সেবা তীর্থ-৩-এ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের দপ্তর তৈরি হয়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বদলাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঠিকানা। সেন্ট্রাল ভিস্তা এলাকায় কর্তব্য পথ বরাবর বিস্তৃত এই ভবনগুলিতে আরও আধুনিক, আরও সংযুক্ত এবং আরও পরিবেশবান্ধব হবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর। বর্তমানে যে সাউথ ব্লক ও নর্থ ব্লকে গুরুত্বপূর্ণ সব মন্ত্রক রয়েছে, সেই সুসজ্জিত ভবনগুলি সংরক্ষিত হবে। আগামী দিনে এগুলিকে যুগ,যুগিন ভারত সংগ্রহালয় হিসাবে গড়ে তোলা হবে। যেখানে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষিত হবে।

শুক্রবার নতুন দপ্তরের উদ্বোধনের পরই রীতিমতো চমক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন চারটি বিরাট সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন তিনি। পিএম রাহত যোজনা প্রকল্পে দুর্ঘটনাগ্রস্তদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা সহযোগিতার ঘোষণা করেছেন মোদী, লাখপতি দিদি তৈরির লক্ষ্য এতদিন ছিল ৩ কোটি। এবার সেই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ৬ কোটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ ১ লক্ষ কোটি থেকে দ্বিগুণ করে ২ লক্ষ কোটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ায় প্রযুক্তিখাতে আরও ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা মোদীর।

কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছে, তাঁদের লক্ষ্য ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে এবার বেরিয়ে আসা। ব্রিটিশ আমলে তৈরি নানা জিনিসের খোলনলচে পালটে ফেলার সময় এসেছে। এই প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ও মাস্টারপ্ল্যান তৈরি হয়েছিল ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে। সেন্ট্রাল ভিস্তার অধীন তৈরি ভবনগুলিতে এবার একে একে সরানো হচ্ছে সরকারি দপ্তর।

পুর-বাজেট পেশ

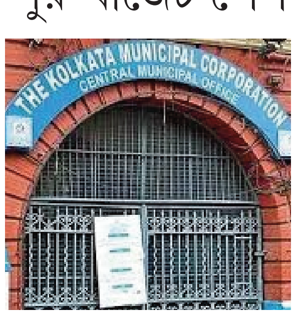

■ কলকাতা পুরসভা শুক্রবার ২০২৬ -২০২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেছে। পুর ভবনে এদিন বাজেট পেশ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। ১১১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করেছে পুরসভা। গত অর্থবর্ষে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১২২ কোটি টাকা । ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৫,৭৯১ কোটি টাকা। ব্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৫ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। বাজেটে সম্পত্তি কর আদায়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

এসআইআরের নথি সংরক্ষণের কমিশন-নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় নথি আগামী পাঁচ বছর সংরক্ষণের নির্দেশ দিল ইলেকশন কমিশন। শুক্রবার জেলাশাসকদের বৈঠকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়ায় গাফিলতি ধরা পড়লে দায় এড়ানোর সুযোগ থাকবে না।

কমিশন সূত্রে খবর, বৈঠকে আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এসআইআর সংক্রান্ত প্রতিটি সিদ্ধান্ত কমিশনের তথ্যভাণ্ডারে বহু বছর থাকবে। ভবিষ্যতে তালিকায় অনিয়ম প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট অফিসারের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ আরও কড়া সুরে সতর্কবার্তা, ‘ভাববেন না সময় পেরিয়ে গেলে দায় মুছে যাবে।’

নির্দেশে বলা হয়েছে, ইসিআই ও সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত নথিই কেবল গ্রহণযোগ্য। সময়সীমা পেরিয়ে অগ্রহণযোগ্য কাগজপত্র সিস্টেমে থাকলে সংশ্লিষ্ট ডিএমকে ব্যক্তিগতভাবে দায় নিতে হবে। কয়েকটি জেলার প্রশাসনিক শৈথিল্য নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে বৈঠকে।

এই পদক্ষেপ ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস-এর দাবি, ‘কমিশন অযথা ভীতি তৈরি করছে। সীমিত সময়ে কাজ করা আধিকারিকদের এভাবে চাপ দেওয়া অনভিপ্রেত।’

তবে কমিশনের অবস্থান স্পষ্ট, ‘ভোটার তালিকার নির্ভুলতা রক্ষায় কোনও আপস নয়।’ রাজ্যে এই নির্দেশ কার্যকর হওয়ায় প্রশাসনিক মহলে চাপে বাড়তি উত্তাপ তৈরি হল।

বিভিন্ন জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসারদের সতর্ক করে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের বার্তা, ‘ভাববেন না আপনারা পালিয়ে যেতে পারবেন। আজ না হোক আগামী দু’বছর বাদেও কমিশন পদক্ষেপ করতে পারবে।’ আপাতত জানা গিয়েছে, নথি পাঁচ বছর সংরক্ষণের নির্দেশ এই প্রথম। অর্থাৎ অন্যান্য ১১টি রাজ্যে এসআইআর হলেও সেখানে এখনও পর্যন্ত এই রকম কোনও নির্দেশ দেয়নি জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

আরও খবর, এই বৈঠকে সংবাদপত্র কাটিং, ফাঁকা পাতা, অস্পষ্ট ছবি ইত্যাদি নানা নথি আপলোড করা হয়েছে বলে অফিসারদের ‘ধমক’ দিয়েছেন কমিশনার।

বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ বাংলায়

■ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিশেষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার এনকে মিশ্রকে বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি ভোটার তালিকা সংশোধন, নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং নির্বাচন পরিচালনা তদারকি করবেন, কমিশনের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন।

দিল্লিতে হাজিরা নন্দিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করল নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, এসআইআরের কাজ নিয়ে রাজ্যের চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে কেন পদক্ষেপ করা হয়নি, সেই নিয়ে মুখ্যসচিবকে তলব করা হয়েছিল। পিটিআই জানিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এর আগে গত অগস্টে মনোজ পন্থ রাজ্যের মুখ্যসচিব থাকার সময়ে তাঁকেও তলব করেছিল কমিশন। তিনি হাজিরা দিয়েছিলেন কমিশনের দপ্তরে।

রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত একাধিক নির্দেশ অগ্রাহ্যের অভিযোগ ঘিরে চাপে নবান্ন। সেই প্রেক্ষিতেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী-কে শুক্রবার দুপুর ৩ টের মধ্যে দিল্লিতে ভারতের নির্বাচন কমিশন-এর সদর দপ্তরে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বেআইনি ভাবে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ও ময়না এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের সুপারিশ করেছিল কমিশন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, ‘আইনসিদ্ধ নির্দেশ অমান্য হলে তা গণতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষে শুভ নয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেই এই তলব।’

সুখেনের বাড়িতে অভিষেক, তদন্তে ডেডলাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহারাষ্ট্রে রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় নিহত সুখেন মাহাতোর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শুক্রবার পুরুলিয়ায় যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, ‘অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও চার্জ গঠন না হলে তদন্ত বাংলার হাতে আনার দাবি জানাব। সে ক্ষেত্রে ৫০ দিনের মধ্যে দৃশ্যমান পদক্ষেপ করা হবে।’

অভিষেকের দাবি, শুধু গ্রেপ্তার নয়, বিচার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হওয়াও জরুরি। তাঁর কথায়, ‘অপরাধের পর জামিন পেয়ে গেলে ন্যায়বিচার অর্থহীন হয়ে যায়। প্রয়োজনে জামিনের বিরোধিতায় আইনি লড়াই চলবে।’ পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘মহারাষ্ট্রে আপনার দলের সরকার। দ্রুত ট্রায়াল শুরুর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন, দরকার হলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলুন।’

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। গত কয়েক মাসে এক ভয়ঙ্কর প্রবণতা চোখে পড়ছে, বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিষেক। যদিও মহারাষ্ট্র পুলিশ ভাষাগত বিদ্বেষের অভিযোগ খারিজ করেছে, খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান অভিষেক।

পরিবারকে আইনি সহায়তা ও কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে তিনি জানান, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অগ্রগতি না হলে প্রতিনিধি দল পাঠানো হবে। শনিবার বিকেলে জেলার বিভিন্ন ব্লকে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাকও দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরেই ভিনরাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার ধারাবাহিকতা নিয়ে তৃণমূল সরব। দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করা বীরভূমের সুনালি বিবিকে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে সীমানা পার করে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলাদেশের আদালত থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে তৃণমূলই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সন্তানসম্ভবা অবস্থাতেই তিনি বাংলাদেশে কয়েক মাস জেলবন্দি ছিলেন। আইনি জটিলতা কাটিয়ে বীরভূমে ফেরার পর তিনি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সুনালি এবং তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন অভিষেক। ওডিশা, ছত্তিশগড়-সহ সমস্ত রাজ্যের ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিষেক শুক্রবার বলেন, ‘বাংলাভাষী হলে, বিশেষত বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে হেনস্থার একটা ধাঁচ (প্যাটার্ন) দেখা যাচ্ছে।’ তবে একই সঙ্গে অভিষেক এ-ও উল্লেখ করেছেন যে, পুণের ঘটনাকে তিনি সেই ধারাবাহিকতার সঙ্গে এখনই জুড়ছেন না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kalipada Das S/o. Shantipada Das, সাং দক্ষিণ পাড়া, মনসাতলা, বি-ব্লক, সুভাষ নগর, মোড়পুকুর, রিষড়া, হুগলী-৭১২২৫০, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shantipada Das ও Santipada Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮১৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dulal Mondal ও Dulal Mandal S/o. Narayan Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Manjura Bibi, স্বামী Hosen Ali Mallick, গ্রাম কৈগেড়্যা, পোঃ- কামালপুর শ্রীরামনগর, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন- ৭২১২১২। আমার পুত্র Meherab Mallick-এর জন্ম সার্টিফিকেটে (রেজি নং ২৬৬৩, জন্ম তাং- ১২/০৭/২০১২) আমার নাম Manjura Begum, স্বামীর নাম Hasan Mallick এবং আধার কার্ডে Meherab Mollick নথিভুক্ত হয়েছিল। গত ১১/০২/২০২৬ তারিখে ঘাটাল কোর্টের ACJM (এফিডেভিট নং-২৭) বলে Manjura Bibi ও Manjura Begum, স্বামী Hosen Ali Mallick ও Hasan Mallick এবং Meherab Mallick ও Meherab Mollick এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৬৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Pranal Santra (old name) S/o. Pratap Chandra Santra, R/o. Bhagabati Danga, Chinsurah R.S., Chinsurah, Hooghly-712102, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Pranal Santra নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pranal Kumar Santra (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Pranal Kumar Santra & Pranal Santra S/o. Pratap Chandra Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৯২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ampita Das, Ampita Adhikary ও Ampita Das Adhikary W/o. Sovandeb Adhikary D/o. Amal Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি সাদিকুল ইসলাম ২৮/০৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সাদিকুল সেখ ও সাদিকুল ইসলাম উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Basanti Bag W/o. Shyamapada Bag, D/o. Gopal Malik সাং দেধাড়া, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Basanti Malik বিবাহের পর Basanti Bag W/o. Shyamapada Bag, D/o. Gopal Malik নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Basanti Bag ও Basanti Malik W/o. Shyamapada Bag, D/o. Gopal Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Jayanti Dawn**, পিতা- মৃত **Prasanta Dawn**, গ্রাম-দশঘরা, স্টেশন বাজার, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, আমার পিতার নাম ভোটার কার্ডে (নম্বর- WB/27/191/204223) ভুলবশত **Buddhadeb Dna** নথিভুক্ত হইয়াছে। গত ২৪/১২/২০২৫ তারিখে হুগলী (চুঁচুড়া) এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সমক্ষে হলফনামা বলে ঘোষণা করিতেছি যে, প্রকৃতপক্ষে আমার পিতা **Prasanta Dawn** এবং **Buddhadeb Dna** একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, **Sekh Azolla Ali**, পিতা- Sekh Chorman Ali alias Chorman, গ্রাম- দক্ষিণ শঙ্করপুর, পোঃ- মহিষগড়িয়া, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলী। গত ২৫/০২/২০১৪ তারিখে চুঁচুড়া জেলা জজ আদালতের মাননীয় প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সমীপে এক হলফনামা (Affidavit No. 3819) বলে এই ঘোষণা করছি যে, আমার বিভিন্ন নথিপত্রে উল্লিখিত নাম **Sk. Sahidulla** এবং **Sekh Azolla Ali** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। এখন থেকে আমি আমার প্রকৃত ও আসল নাম **Sekh Azolla Ali** নামেই পরিচিত হব।

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Sk Nasib Ali, পিতা- Sk Nazer Ali, গ্রাম- ব্যাসপুর, পোঃ- কানানদী, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৩০২। হুগলি (সদর) মহকুমা আদালতের ৩য় আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট ১২/০২/২০২৬ তারিখে এক হলফনামা (নং- ৫৪৮৬) বলে ঘোষণা করিতেছি যে আমার স্ত্রী **Ajmira Khatoon** এর পিতার প্রকৃত নাম ও বানান হইল **Asraf Ali Khalifa**, পিতা- Taher Ali Khalifa কিন্তু শিক্ষাগত ও অন্যান্য নথিতে ভুলবশত Aspar Ali Khalifa লেখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে **Ajmira Khatoon** পিতা- **Asraf Ali Khalifa** এবং **Ajmira Khatoon** পিতা-**Aspar Ali Khalifa** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী সুব্রত সেন**, পিতা– সদানন্দ সেন, বাসিন্দা – শিবালয় কবরখোলা, পোষ্ট অফিস – আদ-কাসিমপুর, থানা – দত্তপুকুর, জেলা – উত্তর ২৪ পরগনা, তাঁর নির্দেশে ও পক্ষে এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, ৩০-০১-২০২৬ তারিখে আমার মক্কেলের নিকটস্থিত মূল নিবন্ধিত **দানপত্র দলিল (DEED OF GIFT), নং ৪৩২৪, সাল ১৯৮১**, যা বারাসাত জাজেস' কোর্ট প্রাঙ্গণে তাঁর অনুকূলে সম্পাদিত হয়েছিল, তা হারিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে **বারাসাত থানায় জেনারেল ডায়েরি (G.D.) নং ৮৮/২০২৬, তারিখ ০১-০২-২০২৬** নথিভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত দানপত্রটি যদি কোনো ব্যক্তি খুঁজে পান, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ০৭ দিনের মধ্যে আমার মক্কেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- **কেকা দাস (অ্যাডভোকেট)**
রেজিস্ট্রেশন নং – F-5000/4375/2021
ফোন: 6290468448

AFFIDAVIT

I **Zahir Ahmed** S/O Naseer Ahmed residing at Golbazar Railway Market P.O. - Kharagpur, P.S. - Kharagpur (Town), Dist- Paschim Medinipur, Pin 721301 shall henceforth be known as Zaheer Ahmed as declared before the Ld.Judical Magistrate (1st class) Kharagpur, Paschim Medinipur vide affidavit no 1950 dt 12.02.26. Zahir Ahmed and Zaheer Ahmed both are same one and identical person.

AFFIDAVIT

I, **Nazma Bibi** W/O Md. Rafique residing at 5, BL. No. 1, Kankinara, P.O.- Kankinara, P.S.- Bhatpara, Dist.- North 24 Parganas, PIN - 743126 do hereby declare vide affidavit serial no. 73 dated 11.08.2025 in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name is Nazma Bibi and it is recorded in my Voter ID and Aadhar Card. My daughter's actual and correct name is Ashya Parveen and it is recorded in her Aadhar Card but in my said daughter's birth certificate issued by Bhatpara Municipality, her name has been wrongly written as Aisa Parveen and my name as Nazma Khatoon. Nazma Bibi and Nazma Khatoon is the same and one identical person. Ashya Parveen and Aisa Parveen i.e. myself daughter is the same and one identical person.

নাম-সংশোধনী

গত ০৫/০২/২০২৬ তারিখে বসিরহাট কোর্টে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কাছে আমি Azina Bibi Sekh, স্বামী Piyarul Sekh, সাং- দুর্গাপুর বাইলানি, পোঃ- ধরমবেড়িয়া, থানা- হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, এই মর্মে ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কিছু সরকারি ও বেসরকারি নথিতে ভুলবশত আমার নাম Azina Banu হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে আমার সঠিক ও বৈধ নাম Azina Bibi Sekh অতএব Azina Bibi Sekh ও Azina Banu একই ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য ও ব্যবহৃত হইবে।

ভ্রম সংশোধন

গত ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে একদিন পত্রিকায় ২নং পৃষ্ঠায় যে সংকল্প সুরেকা ও শাশ্বত সুরেকা যে বিজ্ঞপ্তি ছিল তার ২৮ নম্বর লাইনে D.S.R এর পরিবর্তে A.D.S.R হবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী সন্ধ্যা রানি ধর, স্বামী মৃত শৈলেন্দ্র চন্দ্র ধর, সাং- ধনিচা রায় পাড়া পোঃ+থানা- চাকদহ, নদীয়া, 741222, গত ইং 15.02.2021 তারিখে চাকদহ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে IV-27-2021 আমমোক্তারনামা দলিলে 11 নং ধনিচা মৌজায় এলআর 643, 36 শতক জমির মধ্যে 4.125 শতক জমি আমার পুত্র সমীর কুমার ধর, পিতা মৃত শৈলেন্দ্র চন্দ্র ধর, সাং- লাল্পুর, পোঃ+থানা- চাকদহ, নদীয়া 741222 কে আমোক্তর নিযুক্ত করি। উক্ত জমির ক্রেতা অনিমেশ কুমার মিত্র, পিতা অরুন কুমার মিত্র, সাং- ধনিচা, পোঃ+থানা- চাকদহ, নদীয়া। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.& R.O অফিসে জানাতে হবে। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সাধারণ নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এক বিক্রয় দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৪৪১ থেকে ৪৫৫, দলিল নং ২২৩-১৯৮৮ সালের জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়া সমীপে সম্পাদিত, আমার মক্কেল নাম শ্রীমতি সিপ্রা চ্যাটার্জি স্বামী প্রয়াত অশোক কুমার চ্যাটার্জি, নিবাস ২২১/১, বিবেকানন্দ সরণি, পো মল্লিকপাড়া, থানা : শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি, পিন- ৭১২২০৩, বর্তমান মালিক-এর হেফাজত থেকে স্থানান্তরিত /হারিয়ে গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জেনারেল ডায়েরি বালি থানায় উল্লেখ্য জিডি নং ২৩৯ তারিখ ০৫.০২.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত দলিল সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানান, অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি পরবর্তীতে গ্রাহ্য হবে না।

অ্যাডভোকেট
সঙ্গীতা চক্রবর্তী
হাওড়া জাজেস কোর্ট
তারিখ : ১৩.০২.২০২৬ ৯৮৩০১৮৪০৭১

AFFIDAVIT NOTICE

গত 12/02/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 5816 নং এফিডেভিট বলে আমি **Tapan Das S/o. Late Madanmohan Das**, সাং ভাতুড়িয়া, বরুনানপাড়া, পোলবা, হুগলী-৭১২১৪৮, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (190 Polba Assembly, Part No. 101, Sl. No. 321, Hooghly, Old Epic No. WB/27/190/300207, New Epic No. GMG0570127) আমার সঠিক নাম **Tapan Das S/o. Madanmohan Das**-এর পরিবর্তে **Tapan Hajari S/o. Madanmohan Hajari** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 2002 সালের ভোটার লিস্টে (190 Polba Assembly, Part No. 101, Sl. No. 323, Hooghly, Old Epic No. WB/27/190/300021, New Epic No. GMG0570143) আমার স্ত্রীর সঠিক নাম **Mira Das W/o. Tapan Das**-এর পরিবর্তে **Mira Hajari W/o. Tapan Hajari** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। 2002 সালের ভোটার লিস্টে (190 Polba Assembly, Part No. 101, Sl. No. 322, Hooghly, Old Epic No. WB/27/190/300022, New Epic No. GMG0570135) আমার বোন/দিদি-র সঠিক নাম **Nilima Das D/o. Madan Mohan Das**-এর পরিবর্তে **Nilima Hajari D/o. Madan Mohan Hajari** লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার পুত্রের সঠিক নাম **Goutam Das S/o. Tapan Das** (Epic No. WOD2609618)। এক্ষণে আমি, **Tapan Das S/o. Madanmohan Das** ও **Tapan Hajari S/o. Madanmohan Hajari**, আমার স্ত্রী **Mira Das W/o. Tapan Das** ও **Mira Hajari W/o. Tapan Hajari**, আমার বোন/দিদি **Nilima Das D/o. Madan Mohan Das** ও **Nilima Hajari D/o. Madan Mohan Hajari** এবং আমার পুত্র **Goutam Das S/o. Tapan Das** ও **Goutam Das S/o. Tapan Hajari** সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রভুদান মন্ডল, পিতা- সুশীল মন্ডল, সাং- ডনবস্কোপাড়া, পো: দয়াবাড়ী, থানা- গাংনাপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫। গত ইং ৩০/১২/২০১৩ তারিখে জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ০১ নং অফিস হইতে রেজিস্ট্রিকৃত ৭৮৩৫ বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রেতা ১) পিউস মন্ডল, পিতা- মৃত শিমন মন্ডল, ২) জেমস সৌরভ মন্ডল, পিতা- পিউস মন্ডল, ৩) মৌসুমী বিশ্বাস, স্বামী- ঋষিকেষ বিশ্বাস, সর্ব সাং- দয়াবাড়ী ডনবস্কোপাড়া, পো: দয়াবাড়ী, থানা- গাংনাপুর, জেলা- নদীয়া এর পক্ষে তাহাদের স্বত্ব দখলীয় রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি বিগত ইং ০২/০৮/২০১৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ০১ নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির ২৯২ নং আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার চায়না দাস (সরকার), স্বামী- নির্মল দাস, সাং- সাটিগাছা বিনপাড়া, পো: আনুলিয়া, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৫৫, জেলা- নদীয়া এ.ডি.এস.আর রানাঘাট ০১ নং অফিস সামিল ১৫৩ নং আনুলিয়া মৌজায় অন্তর্ভুক্ত দাগ নং- আর.এস- ৬৫, এল.আর- ৮২, খতিয়ান নং- আর.এস- ১২৭, এল.আর- ১১৭৯, ১১৭৮ খতিয়ান ভুক্ত হইতে ৩.৩ শতক বাংলা মাপে ২ (দুই) কাঠা জমি ক্রয় করে। উক্ত সম্পত্তি জেলা- নদীয়া B.L.&L.R.O রানাঘাট ০১ অফিস হইতে ক্রেতা নিজ নামে নামপত্তন করিবেন। উক্ত বিষয়ে যদি কারো কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O রানাঘাট ১নং অফিসে উপযুক্ত নথিসহ আপত্তি দাখিল করুন, অন্যথায় একতরফা আদেশ প্রচার করা হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী সুপ্রভা কর্ম্মকার** স্বামী চন্দ্রকান্ত কর্ম্মকার, **২)শ্রীমতী সুমিত্রা দাস** স্বামী অমিয় কুমার দাস, **৩)শ্রী রাজীব রায়, ৪)রঞ্জনা রায়,** ৩/৪ পিতা ৺অনিল রায়, **৫)শ্রীমতী অর্পিতা ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জ্জী, **৬)শ্রীমত্যা চন্দ্রানী চন্দ্র** স্বামী ৺অমল কুমার চন্দ্র, সকলের সাকিম নমাজগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00390/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী কৃষ্ণপদ পাল**, পিতা ৺গঙ্গাধর পাল, সাকিম দৌলতপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পান্ডুয়া, মৌজা মটুকপুর, ১০৫ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১৪৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৭৭ শতকের মধ্যে ৫২ শতক তন্মধ্যে কমবেশী ৪৭.৭২২৩ শতক সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02467/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ আনিসুর রহমান** পিতা সেখ মতিয়ার রহমান, সাকিম ক্ষীরকুন্ডী মাঝের পাড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ আনিসুর রহমান** পিতা সেখ মতিয়ার রহমান, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী কৃষ্ণপদ পাল (আমমোক্তার)**

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত সদর হুগলী, চুঁচুড়া

রেফাঃ টাইটেল সুট নং- ৩৪৩/২০২৩

শ্রী দিলীপ ব্যানার্জি .... বাদী

বনাম

শ্রী বিশ্বনাথ ঢালী এবং অন্যান্য ...... বিবাদী

দরখাস্তকারী **শ্রী দিলীপ ব্যানার্জি** পিতা- স্বর্গীয় বসন্ত কুমার ব্যানার্জি, বর্তমান সাং- মল্লিক বাগ, বাগবাজার, কুমারপাড়া, মনসাতলা, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫। এতদ্বারা সর্বসাধারণকে ও মোকাবিলা বিবাদীগণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী একটি দেওয়ানী মামলা আনয়ন করিয়াছেন যাহা নম্বর ৩৪৩/২০২৩ যাহা প্রথম সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন হুগলী সদর কোর্টে পেন্ডিং রহিয়াছে। উক্ত মামলায় মোকাবিলা বিবাদীগণ যথাক্রমে **১) শ্রীমতী কাকুলি দেবনাথ**, স্বামী- শঙ্কর দেবনাথ, পিতা- স্বর্গীয় বসন্ত কুমার ব্যানার্জি, ঠিকানা- সাং- মল্লিক বাগ, বাগবাজার, কুমারপাড়া, মনসাতলা, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫। **২) পার্বতী ব্যানার্জি** পিতা- স্বর্গীয় বসন্ত কুমার ব্যানার্জি, সাং- মল্লিক বাগ, বাগবাজার, কুমারপাড়া, মনসাতলা, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫। **৩) মিনু সাহা**, স্বামী- সুবীর সাহা, পিতা- স্বর্গীয় বসন্ত কুমার ব্যানার্জি, সাং- মল্লিক বাগ, বাগবাজার, কুমারপাড়া, মনসাতলা, থানা- বীজপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩১৪৫। উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তি জারি মারফত জানানো যাইতেছে যে, উক্ত মোকাবিলা বিবাদীগণ অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে আসিয়া নিজ অথবা উপদেশ প্রাপ্ত উকিলবাবু মারফত হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন অন্যথায় মোকাবিলা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে একতরফা মামলা হইয়া ডিক্রি জারি হইবে।

বাদীপক্ষের উকিল বাবু
শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য
জেলা জজ আদালত, হুগলী

পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন,
প্রথম আদালত, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৪ ই ফেব্রুয়ারি। ১লা ফাল্গুন। শনিবার। দ্বাদশী যুক্ত ত্রয়োদশী তিথি মুহূর্ত। শুভ বিবাহ। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

ডিএ বকেয়া, মুখ্যসচিব-অর্থসচিবকে আদালত অবমাননার নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সংক্রান্ত মামলায় নতুন করে চাপ বাড়াল 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ'। সংগঠনের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব প্রভাত কুমার মিশ্রকে আদালত অবমাননার নোটিস পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ, শীর্ষ আদালতের স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর করতে উদ্যোগ নেয়নি রাজ্য প্রশাসন।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি দেশের সর্বোচ্চ আদালত ডিএ পাওয়াকে কর্মীদের আইনসিদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বকেয়ার একটি অংশ দ্রুত মেটানোর নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্থমুক্তির রূপরেখা তৈরির কথাও বলা হয়। কিন্তু সেই রায় ঘোষণার পরও ২৫ শতাংশ অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়নি বলেই দাবি সংগঠনের।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের কনভেনর ভাস্কর ঘোষ বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সময়ক্ষেপণ করছে। আমরা তিন দিনের মধ্যে নির্দেশ মানার দাবি জানিয়েছি। তা না হলে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে। নোটিসে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পদক্ষেপ না নিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিএ বকেয়া ইস্যুতে রাজ্য-সরকারি কর্মীদের দীর্ঘ লড়াইয়ে এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন সকলে।

দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু প্যাটন গ্রুপের এমডি সঞ্জয় বুধিয়ার হাতে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের পাঁচালি তুলে দিলেন।

গ্রামীণ সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের আগে গ্রামীণ সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে বড়সড় কর্মসূচি নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। আগামী পাঁচ বছরে নতুন করে ৪৬ হাজার কিলোমিটার গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ এবং আরও ১০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা মেরামতির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ভোটের আগে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাই জনমত গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যে সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় আকারে কাজ করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার মধ্যেও পথশ্রী প্রকল্পের অধীনে ইতিমধ্যেই ২ লক্ষ ২০ হাজার কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পে রাজ্যের খরচ হয়েছে ১,১৯২ কোটি টাকা।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেন, পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্প গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের একটি রূপান্তরমূলক কর্মসূচি। এর মাধ্যমে গ্রামের স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কিষান মান্ডি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হচ্ছে। ফলে গ্রামীণ এলাকায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের বাকি কাজ শেষ করতে আনুমানিক ৯,৪৮৮ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে বলে বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী বাজেটে শহরে একাধিক উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। গত অর্থবর্ষে ২০ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে পথশ্রী, রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পর্যায়ে গ্রামীণ ও শহুরে মিলিয়ে মোট ২০,০৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের ঘোষণা করা হয়। প্রায় ৮,৪৮৭.৮৩ কোটি টাকার এই প্রকল্প সম্পূর্ণ রাজ্যের অর্থেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির ফলে ৩৫ হাজার গ্রামের বাসিন্দা এবং ১২৮টি পুরসভা এলাকার মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন বলে প্রশাসনের দাবি। পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ে ১৫ কোটিরও বেশি কর্মদিবস সৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে।

২৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিএনজি বাস পথে নামাল পরিবহণ দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রীষ্মের দাবদাহ শুরু হওয়ার আগেই শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও পরিবেশবান্ধব ও আরামদায়ক করতে ২৫টি নতুন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সিএনজি বাস পথে নামাল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। নতুন চালু হওয়া বাসগুলি হয়েছে, যাতে অফিসযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ হয়। পরিবহণ দপ্তরের দাবি, সিএনজি চালিত এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসগুলি একদিকে যেমন দূষণ কমাতে সহায়ক হবে, তেমনই যাত্রীদের আরামদায়ক যাত্রার অভিজ্ঞতা দেবে। দপ্তরের পক্ষ

শহর ও সংলগ্ন জেলার মধ্যে নির্ধারিত ২১টি 'গ্রিন করিডর'-এ চলাচল করছে। এই করিডরগুলির মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যুক্ত হয়েছে।

এর পাশাপাশি, তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র নিউ টাউন, সেক্টর ফাইভ রুটেও কিছু পরিষেবা চালু করা থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহে ধাপে ধাপে আরও নতুন বাস রাস্তায় নামানো হবে। যাতে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার গণপরিবহণ পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি আনা যায়। মার্চ মাসের শেষের মধ্যে শহর ও শহরতলিতে এই ধরনের বাসের সংখ্যা বাড়িয়ে ২০০-তে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আজই শেষ এসআইআরের শুনানি পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে এসআইআর-এর শুনানি পর্ব শেষ হতে চলেছে আজ। তার আগে ভোটার তথ্য যাচাইয়ের অগ্রগতি নিয়ে পরিসংখ্যান প্রকাশ করল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, রাজ্যের সর্বত্রই ভোটারদের শুনানি কার্যত শেষ হয়েছে। শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল মোট ১ কোটি ৫২ লক্ষ ভোটারকে। তার মধ্যে ১ কোটি ২৩ লক্ষ ভোটারের নথিপত্র ইতিমধ্যেই যাচাই করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সংগৃহীত তথ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। শুনানি ও যাচাইয়ের প্রক্রিয়া চলাকালীন এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার ভোটারের নাম অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর।

আগামীকাল শুনানি পর্ব শেষ হওয়ার পর চূড়ান্ত তথ্য সংকলন এবং পরবর্তী পর্যায়ের কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে কমিশন সূত্রে।

ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব উপায়ে জোর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থায় বিদ্যুতের ব্যবহার কমিয়ে কার্বন নিঃসরণের হার কমাতে পরিবেশবান্ধব উদ্যোগে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সেচ ও জলসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভুঁইয়া জানান, চলতি অর্থবছরে রবি ও বোরো চাষের জন্য রাজ্যে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ১৬ হাজার এবং ৩ লক্ষ ১২ হাজার একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জমিতে সেচের জল সরবরাহের জন্য ৬ হাজার ৭১২টি সৌরশক্তি চালিত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৪ হাজার ২৩৭ হেক্টর জমিতে সেচের সুবিধা মিলছে বলে জানান মন্ত্রী। পাশাপাশি পাহাড়ি অঞ্চলে জলের গতিশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ২২১টি হাইড্রাম প্রকল্প চালু করা হয়েছে। সেখান থেকে ১ হাজার ৭১৬ হেক্টর জমিতে সেচের জল পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। মন্ত্রী আরও জানান, সরকারি মালিকানাধীন ও পরিচালিত ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প থেকে কৃষিজমিতে জল নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতি একর-ইঞ্চি হিসাবে যে ১৭ টাকা করে জল কর নেওয়া হত, তা মুকুব করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের ৯ হাজার ৯৬৫টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় থাকা ৩ লক্ষ ৬ হাজার হেক্টর জমিতে চাষ করা প্রায় ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার কৃষক উপকৃত হবেন বলে দাবি তাঁর।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার

‘শুনছেন মাননীয়া? পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বিজেপিকে আর আটকানো যাবে না’

বেহালায় দেওয়াল লিখন ঘিরে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার বেহালা পূর্ব বিধানসভা এলাকায় দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে। ঘটনাটি ঘটে বেহালা পূর্ব বিধানসভার ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্য সেন পল্লি এলাকায়। ১২২ নম্বর ওয়ার্ডের ১৫৬ ও ১৫৭ নম্বর বুথে বিজেপির একাধিক প্রচারলেখা ইচ্ছাকৃতভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি বিরোধী শিবিরের। বিজেপির অভিযোগ, প্রায় ২০ দিন আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের মৌখিক অনুমতি নিয়ে তারা পদ্মফুল চিহ্ন ও বিভিন্ন স্লোগান লিখেছিল। কিন্তু পাঁচ দিন আগে সেই দেওয়াল মুছে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে গণতন্ত্রের পরিপন্থী বলে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, দেওয়াল থেকে লেখা মুছে ফেলে মানুষের মন থেকে আমাদের মুছে ফেলা যাবে না। আদর্শকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। তাঁর অভিযোগ, শাসকদলের আশ্রয়ে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বিরোধী কণ্ঠ রুখতে। গণতান্ত্রিক দেশে এভাবে মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব করা লজ্জাজনক, মন্তব্য তাঁর।

অন্যদিকে এলাকার কয়েকজন বাসিন্দার বক্তব্য, বিজেপি দেওয়াল

লেখার সময় অনুমতি নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরবর্তীতে তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোনও রকম অনুমতি ছাড়াই তা মুছে দেওয়া হয়েছে, যা তারা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। ঘটনার জেরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপি-র তরফে জানানো হয়েছে, জনগণের সমর্থনই তাদের প্রধান শক্তি এবং যে কোনও অন্যায়ের জবাব ভোটবাক্সে দেওয়া হবে। পাশাপাশি রাজপথেও প্রতিবাদের ইঙ্গিত দিয়েছেন তারা। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। বেহালার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে; নির্বাচন যত এগোবে, ততই কি বাড়বে এই ধরনের সংঘাত?

শর্ত মতো পাওনা না মেটালেই ফৌজদারি নয়, স্পষ্ট বার্তা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চুক্তি ভেঙে টাকা না মেটালেই তাকে প্রতারণা বলা যায় না; এমন গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণে একটি ফৌজদারি মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত জানান, ব্যবসায়িক লেনদেনের জেরে বকেয়া অর্থ নিয়ে বিরোধ থাকলে তার প্রতিকার দেওয়ানি আদালতেই খুঁজতে হবে; ফৌজদারি ধারার আশ্রয় নেওয়া আইনের অপপ্রয়োগ। আরামবাগের এক পশুখাদ্য ব্যবসায়ীর

বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর বাতিল করতে গিয়ে আদালত স্পষ্ট করে দেয়, লেনদেনের শুরুতেই অসৎ উদ্দেশ্য ছিল এমন প্রমাণ না থাকলে প্রতারণার অভিযোগ টেকে না। নথিপত্রে দেখা যায়, দীর্ঘদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে নগদ, চেক ও ব্যাংক মারফত আর্থিক আদানপ্রদান চলেছে। বিপুল অঙ্কের লেনদেনের বড় অংশ পরিশোধও করা হয়েছিল। পরে বকেয়া অর্থ ঘিরেই বিবাদ চরমে ওঠে এবং থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। আইনজীবীদের একাংশের মতে, চাপ সৃষ্টি করতে ফৌজদারি মামলা করার প্রবণতা বাড়ছিল। এই রায় সেই প্রবণতায় লাগাম টানবে। তাঁদের দাবি, সম্পত্তি বা ব্যবসায়িক চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধকে অপরাধমূলক রূপ দিলে বিচারব্যবস্থার ওপর অযথা চাপ পড়ে এবং প্রকৃত অপরাধের বিচার বিলম্বিত হয়। হাইকোর্টের এই নির্দেশ ভবিষ্যতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের সীমারেখা স্পষ্ট করতে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলেই মনে করছেন আইনজীবীরা। তাঁদের যুক্তি, জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ থেকে ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ে শর্তভঙ্গ, এমন নানা ইস্যুতে যেখানে দেওয়ানি মামলা দায়ের করাই বিধি, সেখানে বহু ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল মামলা দায়ের করা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফৌজদারি মামলা দায়ের হয়। এর ফলে পুলিশ এবং অভিযুক্ত ; দু’পক্ষই বিড়ম্বনায় পড়ে। তাছাড়া ফৌজদারি মামলার ভয় দেখিয়ে প্রাপ্য উদ্ধারের চেষ্টা একটা ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন আইনজীবীরা।

আইনজীবী সেজে প্রতারণার অভিযোগ, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আইনজীবী সেজে প্রতারণার অভিযোগে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালত চত্বর থেকে শুক্রবার ধৃত চারজন। লোন করিয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠেছে ধৃতদের বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবী প্রশান্ত কুমার সাহা জানান, আইনজীবীর মতো পোশাক পরে এঁরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলত। প্রতারিতদের কাছ থেকে এদিন অভিযোগ পেতেই তাঁরা চারজনকে পাকড়াও করেন। তারপর ব্যারাকপুর থানার পুলিশ এসে ওই চার ভুয়ো আইনজীবীকে আটক করে নিয়ে যায়। আইনজীবীর পরিচয় দিলেও, এঁরা কেউই বার কাউন্সিলের পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও আদালত চত্বর থেকে চার-পাঁচজন ভুয়ো আইনজীবী ধরা পড়েছিল। এই ধরনের প্রতারণা চক্রে আরও অনেকেই জড়িত আছেন।

ভোটের আগে ঘাটতি বাজেটে, ‘উত্তরণ’ প্রকল্পে বাড়তি নজর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের প্রাক্কালে আর্থিক রূপরেখা ঘোষণা করলেন ফিরহাদ হাকিম। আগামী অর্থবর্ষে কলকাতা পুরসভা আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে ৫৫২৪.৮৪ কোটি টাকা, ব্যয়ের প্রস্তাব ৫৬৩৯.৫৬ কোটি। হিসেব কষলে ঘাটতি দাঁড়ায় একশো কোটির কিছু বেশি। যদিও অতীত বলছে, বছরের শেষে ছবিটা বদলাতেই পারে। মেয়রের দ্বিতীয় পর্বের শেষ বাজেট ঘিরে রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও জোরালো। সামনে বিধানসভা নির্বাচন, তারপরেই পুরভোট। প্রশাসনের দাবি, নাগরিক পরিষেবা মজবুত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পুরনিগমের এক শীর্ষকর্তার কথায়, ঘাটতির অঙ্ক দেখে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, বাস্তবায়নের সময় রাজস্ব বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে।

এবারের আর্থিক প্রস্তাবে বস্তি ও ‘উত্তরণ’ প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রাস্তা সংস্কার, আলোকায়ন, পানীয় জলের পরিধি বাড়ানোর আশ্বাসও রয়েছে। তবে শহরের উত্তরাংশে একাধিক বস্তি এলাকায় বহুতল আবাসনের কাজ দীর্ঘদিন থমকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি শুনছি, কিন্তু জীবিকার হাল ফেরেনি। অধিবেশনের শেষে বিকেল চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত ‘টক টু মেয়র’ কর্মসূচি ফের শুরু করছেন মেয়র। নির্বাচনমুখী আবহে এই

বাজেট শেষ পর্যন্ত আর্থিক সাফল্যের গল্প লেখে, নাকি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতির পরীক্ষায় পড়ে, এখন সেদিকেই নজর।

রাজ্যসভায় বাজেট বিতর্কে তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হলেন রাজ্যসভার সাংসদ ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, এবারের আর্থিক প্রস্তাব কেবল হিসেব-নিকেশের খাতা নয়, বরং আগামী ভারতের রূপরেখা। অবকাঠামো, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কর্মসংস্থান এবং নারী-যুব ক্ষমতায়নে এই বাজেট যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলেই দাবি তাঁর। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। শমীকের কথায়, কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প রাজ্যে সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে না। রাজনৈতিক অনীহার খেসারত দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ। শিল্প-বিনিয়োগের প্রসঙ্গ টেনে তাঁর দাবি, হাজার হাজার সংস্থা রাজ্য ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রায় ৩৬০০ কোম্পানি সদর দপ্তর সরিয়েছে; এটা কি উন্নয়নের ছবি? প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বক্তৃতায় ‘বুলেট ট্রেন’-এর উল্লেখ করে তিনি বলেন, একসময় দ্রুতগতির রেল নিয়ে কটাক্ষ করা হত। আজ মানুষই বলছে, উন্নয়নের গতি চাই। তাঁর মতে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শিল্প করিডরই ভবিষ্যতের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেবে। রাজ্যসভার সাংসদ আরও বলেন, ভয় নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। ভোট-পরবর্তী

হিংসা বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট করে। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ডবল ইঞ্জিন সরকারই অগ্রগতির দিশা; এই মন্তব্যে তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে।

পশু হত্যার প্রতিবাদে ‘মার্সি ফর অ্যানিমাল’ সংস্থার তরফে সচেতনতা বার্তা প্রচার।

আহিরীটোলায় গঙ্গায় তলিয়ে গেলেন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আহিরীটোলা: উত্তর কলকাতার আহিরীটোলা ঘাট-এ শুক্রবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবক গঙ্গার জলে তলিয়ে যান। ব্যস্ত সকালবেলার ভিড়ের মধ্যেই ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, মুহূর্তের মধ্যে যুবকটি নদীতে পড়ে যান। তবে এটি দুর্ঘটনা, না কি ইচ্ছাকৃত ঝাঁপ;তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কলকাতা পুলিশের উত্তর বন্দর থানার বাহিনী এবং কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ। প্রথমেই ঘাট চত্বর খালি করে নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়। এরপর শুরু হয় অনুসন্ধান। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডুবুরি দল অক্সিজেন সরঞ্জাম নিয়ে নদীর গভীরে নামেন। একাধিক লঞ্চ ও স্টিমার দিয়ে নদীপথে নজরদারি চালানো হচ্ছে; দক্ষিণে বজবজ থেকে উত্তরে কোন্নগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তল্লাশি চলছে।

ফেরিঘাটের পরিষেবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজও শুরু হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করাই এখন অগ্রাধিকার। পরে গোটা ঘটনাপ্রবাহ খুঁটিয়ে দেখা হবে; কোথাও গাফিলতি ছিল কি না, তা-ও বিচার করা হবে। ঘটনায় শহরের অন্যতম ব্যস্ত নৌ-ঘাটগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ঘিরে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আসন ভাগাভাগি নিয়ে বাম-আইএসএফে অচলাবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই বিরোধী ভোট একত্রিত করার লক্ষ্যে তৎপর বাম শিবির। কিন্তু নিজেদের ঘরেই সমীকরণ মেলেনি। আসন বণ্টন ঘিরে সিপিএম ও আইএসএফের টানাপোড়েন জট কাটেনি বৃহস্পতিবার রাতের দীর্ঘ বৈঠকেও। ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমঝোতা চূড়ান্ত করা যাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। সিপিএম-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিমান বসু ও মহম্মদ সেলিম। অন্যদিকে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট-এর প্রতিনিধি দলে ছিলেন নওশাদ সিদ্দিকী-সহ শীর্ষ নেতৃত্ব। তিন ঘণ্টার আলোচনায় একাধিক বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হলেও সমাধানসূত্র মেলেনি। সূত্রের খবর, আইএসএফ ৪৩টি আসনের দাবি তুলেছে। সিপিএম নেতৃত্ব ৩০টির বেশি ছাড়তে নারাজ। এই অতিরিক্ত ১৩টি কেন্দ্রই এখন প্রধান অন্তরায়।

বিশেষত দুই ২৪ পরগনার কয়েকটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় নিজেদের প্রভাবের যুক্তি তুলে ধরে আইএসএফ নেতৃত্ব। তবে বাম নেতৃত্বের একাংশের মত, বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রেখেই সীমা নির্ধারণ করতে হবে। বৈঠক শেষে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, আজও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে।

সেক্টর ফাইভে বহুতলে আগুন, ধোঁয়ায় অসুস্থ কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: শুক্রবার বিকেলে সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র সেক্টর ফাইভে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্লোবসিন ক্রিস্টালস নামে বহুতল বাণিজ্যিক ভবনের একটি অংশ থেকে ঘন ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। ভবনটিতে একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিস ও খাবারের আউটলেট রয়েছে। ধোঁয়ার জেরে এক মহিলা কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান, বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আচমকা অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। নিরাপত্তারক্ষীরা কর্মীদের নীচে নামার নির্দেশ দেন। মুহূর্তে লিফট বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হয় সকলকে। এক কর্মীর কথায়, হঠাৎ দেখি চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে। কিছু বোঝার আগেই সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়। খবর পেয়ে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিক অনুমান, ভবনের ভেতরের একটি খাবারের দোকান থেকেই আগুনের সূত্রপাত। তবে সুনির্দিষ্ট কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার কার্যকারিতাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ব্যারাকপুরের চার নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ অর্জুন সিংকেই পছন্দ করেন, আক্ষেপ রাজের

রাজ জার্সি বদল করে বিধায়ক হয়েছেন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে অর্জুন সিংকে ভোট দেওয়া। ব্যারাকপুরের চার নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা অর্জুন সিংকেই পছন্দ করেন। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় উক্ত ওয়ার্ডের নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই আক্ষেপের সুর শোনা গেল ব্যারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর কণ্ঠে। যদিও প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের দাবি, তিনি সারা দিনরাত মানুষের পরিষেবায় নিয়োজিত থাকেন। ইতিহাস বলছে, বামজমানায় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ঘাসফুলের একমাত্র সলতে ছিলেন ডাকাবুকো জননেতা অর্জুন সিং। বামআমলে দলীয় নেতা-কর্মীরা

আক্রান্ত হলেই তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে ঘাসফুলের একমাত্র বিধায়ক অর্জুন সিং। শিল্পাঞ্চল জুড়ে তিনি একাই চষে বেড়াতেন। এখন যারা নিজেদের ঘাসফুলের নেতা মনে করেন, তৎকালীন সময়ে তাদের দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যেত না। যদিও এখন সবই অতীত। ঘাসফুলে গুরুত্ব হারিয়েছে অর্জুন সিংয়ের মতো অনেক নেতার। দলের সুদিনে নতুন নতুন নেতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যাদের লালপার্টির বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র লড়াই করতে হয়নি। সিঙ্গুর কিংবা নন্দীগ্রামের আন্দোলন রাজের কাছে অজানা বটে। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েও শাসকদলের বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে চলচ্চিত্র পরিচালক তথা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীও ঘাসফুলের সুদিনের বিধায়ক। নাগরিক সভার মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, ব্যারাকপুরের চার নম্বর ওয়ার্ডের নাগরিকরা অর্জুন সিংকেই পছন্দ করেন। নাগরিক সভা শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ চক্রবর্তী বলেন, এত পরিষেবা দেওয়া সত্ত্বেও, চার নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ অর্জুন সিংকেই চাইছেন। বিধায়ক রাজ চক্রবর্তীর এহেন মন্তব্যের পাল্টা জবাবে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সংসদ অর্জুন সিং বলেন, ওঁর সব ছবি এখন ফ্লপ হচ্ছে। ফ্লপ ছবির ধার-দেনা মেটাতে উনি তোলাবাজি করে টাকা তোলেন। তাঁর কটাক্ষ, উনি এখন চলচ্চিত্র প্রযোজক নন। উনি এখন গুন্ডা প্রযোজক। ওঁর ডান-বাঁদিকে গুন্ডারা থাকে। তাঁর কথায়, অর্জুন সিংকে গুন্ডারা ভয় পায়। আর ওঁর সঙ্গে গুন্ডারা ঘুরে বেড়ায়। এটাই দু’জনের মধ্যে তফাৎ। তাঁর দাবি, রাজ চক্রবর্তী সিপিএম ঘরানার লোক। এখন জার্সি বদল করে তৃণমূলে এসে উনি বিধায়ক হয়েছেন। অর্জুন সিং বলেন, তিনি মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকেন। তিনি রোজগার করে মানুষের সেবা করেন। কিন্তু শাসকদলের নেতারা দলকে ব্যবহার করে রোজগার করেন। তাঁর দাবি, তৃণমূলের সঙ্গে এখন মানুষ নেই। ব্যারাকপুর থেকে বীজপুর এই ছয়টি কেন্দ্রেই এবারে তৃণমূল পরাজিত হবে। তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা বলেন, যেদিন উনি ডাকবেন, সেদিন তিনি মুর্শিদাবাদে যাবেন। কত ধানে, কত চাল সেটা ওনাকে বুঝিয়ে দেব। তাঁর সংযোজন, দেশে বাবরি মসজিদ ভাঙার ইতিহাস তো আছে। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় আগে মসজিদ নির্মাণ হোক। তারপর তো সেই মসজিদ ভাঙা হবে।

শুষ্ক আবহাওয়ার মধ্যে মহানগর থেকে বিদায় নিচ্ছে শীত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের আকাশে এখন বসন্তের আগমনী সুর, কিন্তু রোদের তেজে স্পষ্ট গ্রীষ্মের পূর্বাভাস। সকাল গড়াতেই তাপমাত্রার ঊর্ধ্বগতি চোখে পড়ছে। কয়েকদিন আগেও সন্ধ্যার পর যে হালকা ঠান্ডার ছোঁয়া মিলত, তা কার্যত উবে গিয়েছে মহানগর থেকে। গ্রামাঞ্চলে সামান্য শিরশিরানি থাকলেও কলকাতার বাতাসে শীতের উপস্থিতি ক্রমেই ক্ষীণ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে এবং দু-এক দিনের মধ্যে স্বাভাবিকের ঘরে পৌঁছবে। সপ্তাহজুড়ে বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। শুক্রবার শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি ও সর্বনিম্ন ১৭ ডিগ্রির আশেপাশে ছিল। শুক্রবার কলকাতা-সহ হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় শুষ্ক আবহাওয়া বজায় ছিল। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানাচ্ছে দপ্তর। সকালের দিকে কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা দেখা দিতে পারে, তবে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা কম। উত্তরবঙ্গে এখনও হালকা শীতের আমেজ টিকে রয়েছে। তবে সেখানেও পারদ ঊর্ধ্বমুখী। সমতলে ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে তাপমাত্রা। দার্জিলিং পাহাড়ে অবশ্য শীতের ছাপ স্পষ্ট। আগামী তিন দিনের মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দুই দিনাজপুর ও

মালদায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। সেখানেও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। পাহাড় ও ডুয়ার্সে সকালে কুয়াশার প্রভাব কিছুটা থাকতে পারে, তবে সারাদিনের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। আবহাওয়াবিদদের কথায়, পশ্চিমি ঝঞ্ঝার অনুপস্থিতি এবং উত্তর-পশ্চিমের ঠান্ডা হাওয়ার দুর্বলতাই শীতের আয়ু কমিয়ে দিয়েছে। ফলে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই কার্যত ঋতুবদলের ছবি স্পষ্ট। শহরে এখন পরিষ্কার আকাশ, বাড়ন্ত রোদ আর ধীরে ধীরে চড়তে থাকা পারদ; শীতের পর্দা নামছে, দরজায় কড়া নাড়ছে উষ্ণ দিন।

ভোটার তালিকা নিয়ে কড়া কমিশন, তিরস্কৃত একাধিক জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া ঘিরে রাজ্যের একাধিক জেলা প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট বার্তা দেন; বিদেশি নাগরিকের নাম কোনওভাবেই তালিকায় স্থান পাবে না, এবং তথ্য যাচাইয়ে গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসককে তীব্র ভর্ৎসনা করা হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও মালদা জেলার ক্ষেত্রেও নথি আপলোড ও যাচাই প্রক্রিয়ায় বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে কমিশন। পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসককে রাজনৈতিক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রত্যেক জেলাশাসককে ব্যক্তিগতভাবে তথ্য পরীক্ষা করার নির্দেশও জারি হয়েছে। সতর্কবার্তায় জানানো হয়েছে, ত্রুটি ধরা পড়লে ভবিষ্যতেও প্রশাসনিক পদক্ষেপ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, সংবিধান যাকে বৈধ ভোটার মানে, নির্বাচন কমিশন সেই নিয়মেই কাজ করবে। অনুপ্রবেশকারীদের স্থান দেওয়ার সুযোগ নেই। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস-এর নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্যর বক্তব্য, বিদেশি যেন না থাকে, সেটাই আমরাও চাই। তবে বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে তা অন্যায় হবে।

সম্পাদকীয়

কুর্সিতে বসার আগেই তারেককে অভিনন্দন, মোদীর সেরা চাল

দীর্ঘ টালবাহানা কাটিয়ে অবশেষে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত একটি সরকার পেতে চলেছে ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী বাংলাদেশ। ভারত ও ভারতবাসীর জন্য অবশ্যই এটা স্বস্তির খবর। এই রাজ্যের জন্য আরও বড় স্বস্তির খবর। এখনও পর্যন্ত যা খবর, তাতে বড় কোনও অঘটন না হলে সরকার গড়তে চলেছে বিএনপি। মা বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর দলের ব্যাটন এখন হাতে তুলে নিয়েছেন পুত্র তারেক রহমান। তারেককেই বাংলাদেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মানছেন বিশ্বনেতারা। হাসিনার পতনের পর ইউনুসের আমলে অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে ঢাকার সঙ্গে নয়াদিল্লির দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া। এখন তারেকের জমানায় কী দাঁড়াবে সেটাও বড় প্রশ্ন। তবে নির্বাচনে জামায়েত ইসলামী অনেক পিছিয়ে থাকায় অনেকটাই শান্তি বিরাজ করবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে, এটা এখনই বলা যায়। হাসিনাকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার কারণে জামায়েতরা নয়াদিল্লির ওপর ঝড়গহস্ত। বিএনপি এর সমালোচক হলেও তাঁদের সুর অতটা চড়া নয়। তবে বাংলাদেশের ভোটের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বাংলায় পোস্ট করে তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজনৈতিক বিশ্লেষক যাকে মোদির সেরা চাল বলছেন। নির্বাচনে জয়ের জন্য বিএনপিকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি তিনি এই বিজয়ের অভিমুখে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এই ফলাফল আপনার নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে। আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা ও আমাদের অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি। প্রসঙ্গত বাংলাদেশের নির্বাচনে জামায়েত ইসলামীর ফল ভাল না হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ভারত সহ অন্যান্য দেশগুলি এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শব্দছক ৭২

রবি দাস

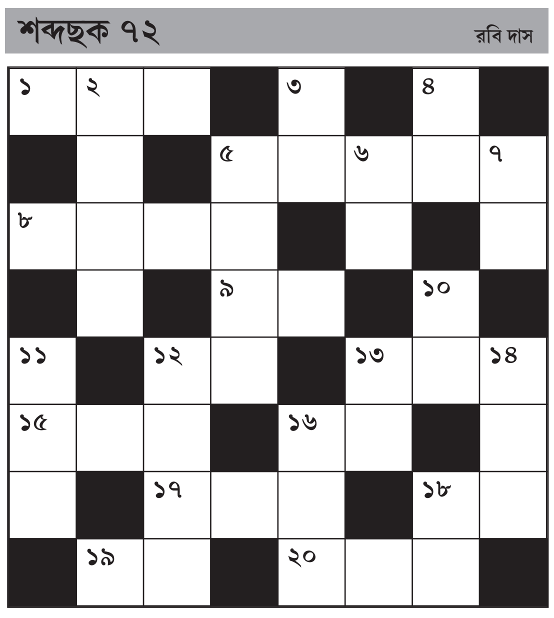

পাশাপাশি: ১. আহার ৫. মনের মধ্যে স্পষ্ট জ্ঞানের অস্পষ্ট চেতনা ৮. কাঁদন-কাটন ৯. কানে খাটো ১২. কৃষ্ণবর্ণ ১৩. অশ্বারোহী সেনাবাহিনী ১৫. শব্দকারী তরঙ্গ ১৬. যা বলা হয়ে গেছে ১৭. জলে জন্মেছে যা ১৮. শিশু চার হাত-পা-এ হাঁটাচলা ১৯. দায়-গ্রহীত ২০. দৃষ্টি

ওপর-নিচ: ২. নীলমাধব ৩. উপাসনা ৪. বেত্র ৫. যা টিকালো নয় ৬. শাকরেদ ৭. গর্জন ১০. আস্তানা ১১. কৃত্রিম ১২. সর্বকাল জয় করেছে যে ১৩. নিঃস্ব ১৪. লাল আভা ১৬. বাতাসকরণ ১৮. পরাজয়

সমাধান ৭১ — পাশাপাশি: ১. প্রয়োজন ৫. প্রভাতি ৭. ছাগ ৮. তিল ৯. বাকবিতন্ডা ১১. বিলি ১২. কম ১৩. বধ ১৪. নাচ ১৬. মন্দবালক ১৮. সৎ ১৯. কানা ২০. আভাস ২১. ফেনাময়

ওপর-নিচ : ১. সুপ্রতিম ২. প্রতি ৩. জনক ৪. দুগন্ডা ৬. ভাল ৭. খতম ৯. বালি ১০. বিকচ ১১. বিধবা ১৩. বন্দনা ১৪. নাক ১৫. উৎসব ১৬. মকাই ১৭. ললনা ১৮. সভা ২০. আয়

আজকের দিন

■ **১৮৯৮** — হাভানা হারবারে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ মেইন বিস্ফোরণ ঘটে, যা স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধকে আরও উস্কে দেয়।

■ **২০১৯** — পুলওয়ামা সন্ত্রাসী হামলায় ৪০ জন ভারতীয় সিআরপিএফ সদস্য শহীদ হন। ভারত এই দিনটিকে 'কালো দিবস' হিসেবে পালন করে।

জন্মদিন

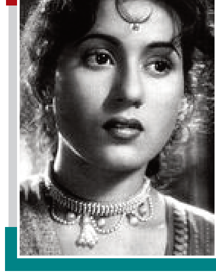

১৯৩৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মধুবালার জন্মদিন।*

১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুষমা স্বরাজের জন্মদিন।*

১৯৬২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় কৃশানু দের জন্মদিন।*

মধুবালা

প্রেমের জয় হোক

সুবল সরদার

প্রেমের কথা শুনলেই মন টা কেমন হাহাকার করে ওঠে। মরুভূমি কখনো নদীর গল্প জানে? হায়রে, একবার যদি তাকে দেখতে পেতাম। আমার হৃদয় কমল দিবেদন করতাম তার পাদ পদ্মে। সে আসুক না আসুক,

কাছে-দূরে যেখানেই থাক সে শুধু আমারই। এখন তার সঙ্গে আমার ঝগড়া। সে খুব ব্যস্ত। আমাকে একটু সময় দিতে তার নাকি খুব কষ্ট। তাই ঠিক করেছি তার সঙ্গে আর কথা বলবো না হোয়াটসঅ্যাপে তা চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছি কিন্তু ভ্যালেন্টাইন চলে যাবে একা একা? বসন্ত আসবে ফুল ফুটবে না? ফুল যদি বসন্তের সঙ্গে অভিমান না করে থাকে আমার সঙ্গে তার কেন অভিমান থাকবে? ঝগড়া মিটিয়ে নেব এই পুণ্য প্রেম তিথিতে। ঈশ্বরের কী মহান কৃপা! অন্যান্য দিবসের মতো কিন্তু প্রেম দিবস নয়। হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার পালা। কখনও হৃদয় ভাঙ্গার খেলাও হয়।

প্রেম আছে, প্রেম দিবস আছে, প্রেমিকা আছে, হৃদয় বিনিময় হয়নি গোলাপ পাই নি বলে এমন নয় কিন্তু। হৃদয়ের দরজা খুলে রেখেছি তোমার জন্যে। গোলাপ নিয়ে নয় শুধু তুমি এসো। তুমিই আমার গোলাপ। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সব সৌন্দর্য প্রকাশ করার শব্দ আমার কলমে নেই। তবে মনে হয় তুমিই পৃথিবীর সব প্রেম, সব সৌন্দর্য। তুমিই আমার কলম। তোমাকে দেখলেই সব পাওয়া হবে। যদি দেখা না হয়, অনুভবে পাব। রূপকথার অনাবিল পাখির মতো ডানা মেলে প্রেম দিয়ে যাও। তোমার গন্ধে মুগ্ধ আমার মন। গোলাপের গন্ধ হার মানে তোমার গন্ধের কাছে। তাই গোলাপ চাই না, শুধু তোমাকেই চাই। প্রেম শুধু একদিন কেন? কেন তিথি, ক্ষণে বাঁধা থাকবে ? হৃদয় আছে যার সেই তো প্রেম করে। তাই প্রেম কখনো তিথি,ক্ষণে বাঁধা থাকে না। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রেম কেন বিদেশির তিথি মেনে হবে? আমাদের প্রেম শুধু আমাদেরই প্রতিমুহূর্তে তা অনুভব করি।

শুধু একদিন ১৪ ফেব্রুয়ারি নয়। কোন বিদেশি সন্ত গোপনে তার প্রনয়ীকে চিঠি লিখত। তা জানাজানি হয়ে যায়। সেই থেকে সেই সন্তর নাম অনুয়ায়ী ভ্যানেইটাইন ডে বা প্রেম দিবস পালিত হয়। প্রেমের কোন ব্যাকরণ নেই, নেই কোনো সময়ের বাধা। সাধুও প্রেমিক হয়। প্রেম সাধনায় প্রেমিক সাধু। সেই সাধুর প্রেম বিদেশ থেকে এদেশ ভাইরাল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হতাশা, বেকারত্ব যুগে অন্তত একটি দিন আছে যে তিথিতে মনের কথা বলার একটু অবসর পাওয়া যায়। রবিঠাকুরের ভাষায়—

'For God's sake–
Hold your tongue and let me love!'
দোহাই তোদের, একটু সবুর কর
ভালোবাসার দিও একটু অবসর।

বিদেশি প্রেম এবং দেশি প্রেমের মধ্যে কোন তফাৎ আছে? সব প্রেমের একটাই রঙ দুহৃদয় বাঁধা পড়ে এক সুরে। বিদেশে যদি 'রোমিও জুলিয়েট' থাকে, 'অ্যাডনাশ ভেনাস' থাকে আমাদের দেবদাস পার্বতী, কবি আছে যেখানে ঠাকুরঝির প্রেমে মগ্ন কবি। আমার অনুভূতিতে প্রেমের ছোঁয়া লাগুক গোলাপের পাপড়ি মেলে, পলাশ ফুলে রাঙা হয়ে প্রেমের জয় হোক। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হোক। প্রেম দিবস তোমার পরশে হৃদয় ছুঁয়ে যাক।

adventz

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড
CIN : L36993WB1995PLC069510
রেজি অফিস : হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা - ৭০০ ০০১;
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৮৮৯১/৯২; **ইমেল :** corp@poddarheritage.com;
ওয়েবসাইট : www.poddarheritage.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ফিজিক্যাল শেয়ারের স্থানান্তর এবং পুনর্নথিভুক্তিকরণ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারী ২০২৬ অনুসারে, অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড ("কোম্পানি") এতদ্বারা জানাচ্ছে যে ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে বিক্রি বা কেনা ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজের ট্রান্সফার এবং ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন ("ডিম্যাট") এর জন্য আরেকটি বিশেষ উইন্ডো ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৭ পর্যন্ত খোলা থাকবে, যার মধ্যে পূর্বে প্রত্যাখ্যাত, ফেরত দেওয়া বা প্রক্রিয়াজাত না করা অনুরোধগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, বিনিয়োগকারীরা https//tinyurl.com/449cbkam এ উপলব্ধ সেবি সার্কুলারটি দেখতে পারেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে শুধুমাত্র মূল সিকিউরিটি সার্টিফিকেট(গুলি) সহ জমা দেওয়া অনুরোধ, ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে সম্পাদিত ট্রান্সফার ডিড এবং অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি বিশেষ উইন্ডোর অধীনে বিবেচনার জন্য যোগ্য হবে। এই উইন্ডো অনুসারে স্থানান্তরিত সিকিউরিটিগুলি কেবল ডিম্যাট আকারে জমা হবে এবং এক বছরের লক-ইন সময়ের সাপেক্ষে থাকবে।

এই বিশেষ উইন্ডোটি ব্যবহার করতে ইচ্ছুক শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট : মেসার্স জুয়ারি ফিনসার্ভ লিমিটেড, প্লট নং ২, জামরুদপুর কমিউনিটি সেন্টার, কৈলাশ কলোনি এক্সটেনশন, নিউদিল্লি - ১১০০৪৮; যোগাযোগ নম্বর (০১১) ৪৬৪৭ ৪০০০/৪৮৫১ ৩৩০০;ওয়েবসাইট : www.zuarimoney.com, ইমেল : zfl@adventz.zuarimoney.com। সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অ্যাডভেন্টজ সিকিউরিটিজ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অমিসা সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্থান : কলকাতা

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ
CIN : L15494WB1895PLC000963
রেজি অফিস : "হাউটি স্ট্রিট" ১০তম, ৮৬এ, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং. +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেল: grobtea@rawalwasia.co.in; **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
	(উল্লেখ্য নীচের দ্রষ্টব্য)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৪৭০৮.৮৪	২৬৯১.২৭	১০৪৬২.১২	১০২৩৭.৩৪	১১৮৫১.৪৪
২	নিট লাভ সময়কালের জন্য, কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফাপূর্ব	৭০৯.৪৮	৬৫.০৯	২৪৭৬.৫৫	২৯২০.০৭	১২১৩.৭৫
৩	নিট লাভ সময়কালের জন্য করপূর্ব, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	৭০৯.৪৮	৬৫.০৯	২৪৭৬.৫৫	২৯২০.০৭	১২১৩.৭৫
৪	নিট লাভ সময়কালের জন্য কর, ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা পরবর্তী	৭০৯.৪৮	৬৫.০৯	২৪৭৬.৫৫	২৯২০.০৭	১২১৩.৭৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ কর পরবর্তী এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় কর পরবর্তী]	৬৪৫.৮১	৫৫.০৪	২৩৯১.৪৭	২৯৯৮.৬৮	৯৩১.৩০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩	১১৬.২৩
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো)	-	-	-	-	৮৬৫৯.৫১
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি, চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :					
	১. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	৬১.০৪	৫.৬০	২১৩.০৭	২৫১.২৪	৮৬.৫২
	২. মৌলিক এবং মিশ্রিত ইপিএস	৬১.০৪	৫.৬০	২১৩.০৭	২৫১.২৪	৮৬.৫২

দ্রষ্টব্য :
১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কোম্পানির আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে । সংবিধিবদ্ধ অডিটর সংশোধিত 'সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫'-এর রেগুলেশন ৩৩-এর অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী এই ফলাফলগুলি পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল সময়ে সময়ে সংশোধিত 'কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫'-এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ড এএস -এর স্বীকৃতি এবং পরিমাপের নীতিগুলি অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে ।
৩. কোম্পানি গত ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে বাজালোনি গ্রুপ লিমিটেড-এর বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের সাথে উক্ত কোম্পানির সম্পূর্ণ শেয়ারহোল্ডিং অধিগ্রহণের জন্য একটি মৌ স্বাক্ষর করেছে। বাজালোনি গ্রুপ লিমিটেড চা ব্যবসার সাথে যুক্ত। প্রস্তাবিত অধিগ্রহণের আর্থিক প্রভাব (যা চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন এবং পূর্বশর্ত পূরণের সাপেক্ষে নির্ধারিত) ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের আর্থিক ফলাফলে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়কালে প্রতিফলিত হবে।
৪. বর্তমান সময়ের সাথে তুলনামূলক করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলো যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত বা পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
স্বা/-
প্রদীপ কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00703745)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৭৬.৯৪	২২৭.৬১	৮৮.৬৭
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	১৯.৫১	৮১.১৩	৪১.৪৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৯.৫১	৮১.১৩	৪১.৪৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১৫.৮৫	৬৩.৯৫	২৭.১৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	১৪.২৯	৬২.৩৯	-
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মুল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) সমাপ্ত ৩১ মার্চ পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো			
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	০.৩০	১.২০	০.৫১
	২. মিশ্রিত	০.৩০	১.২০	০.৫১

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩১.১২.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।
খ) ৩১.১২.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট - www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : অ্যাডভেন্টজ ইনফিনিটি @৫, ৭ম তল, সাউথ উইং, বিএন ব্লক, এসটি. নং ১৮, সেক্টর-৫, বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১ ফোন নং- ০৩৩-৪৮৪৯ ৬৪৯০
ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com, ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১.১২.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৫	৩১.১২.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪৬.৩৯	১৪৫.৫৫	১৪৯.৭৯	৪০৪.৪৯	৫২২.১০	৭১৬.৮০
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর,ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	২৫.৭৬	(৪.২৮)	৫৩.০৮	৩৪.২৯	৮০.২৭	৭৫.৭৯
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	২৫.৭৬	(৪.২৮)	৫৩.০৮	৩৪.২৯	৮০.২৭	৭৫.৭৯
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	২৫.৬৭	(১১.৫৮)	৫২.৫৮	২৮.৫১	৬৭.০৮	৫৯.২৮
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	২৫.৬৭	(১১.৫৮)	৫২.৫৮	২৮.৫১	৬৭.০৮	২৫৭.১৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪,৪৩৮.৩৪	৪,৪১২.৬৮	৪,২৮১.৭৩	৪,৪৩৮.৩৪	৪,২৮১.৭৩	৪,৪০৮.৩৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –						
	(ক) মৌলিক :	০.৪৩	(০.১৯)	০.৮৮	০.৪৮	১.১২	০.৯৯
	(খ) মিশ্রিত :	০.৪৩	(০.১৯)	০.৮৮	০.৪৮	১.১২	০.৯৯

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা তাদের সভায় পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
(২) বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
(৩) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিফুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনসজ্জিত করা হয়েছে।
(৪) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
পবন কুমার টোডি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN- 00590156

তারিখ: ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L27100WB2010PLC144405
রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@malcoindia.co.in, ওয়েবসাইট : www.manaksiaaluminium.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

"৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ"

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৪,২৮৯.৪২	৪০,৮৮৩.০৮	১৩,৯৯৫.৬৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	২০২.৮৭	৫৪৮.৩৩	২০৩.৩৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	১৬৫.২০	৪৩২.১০	১৬৫.১০
মোট ব্যাপক আয় [কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং কর পরবর্তী অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত]	১৫৬.৫৩	৪২৩.৪৪	১৬৫.১০
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪	৬৫৫.৩৪
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :			
(ক) মৌলিক (টা.)	০.২৫	০.৬৬	০.২৫
(খ) মিশ্রিত (টা.)	০.২৫	০.৬৬	০.২৫

দ্রষ্টব্য-
(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।
(খ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com-তেও পাওয়া যাবে এবং আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফল দেখতে পারেন।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড
সুনীল কুমার আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN: 00091784

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০২.২০২৬

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
CIN : L18100WB1991PLC099782
Registered & Corporate Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Phone : +91 33 22890148/6708
Website : www.saharahousingfina.com; **E-mail :** info.saharahousingfina@gmail.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Month ended 31st December, 2025

(₹ in lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Month Ended		Year Ended
		31.12.2025 (Unaudited)	30.09.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2025 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)
1.	Total Income	171.69	182.54	208.12	529.37	647.73	862.84
2.	Net Profit/(Loss) for the period/year before Tax and Exceptional items	12.04	(5.43)	11.07	31.58	53.37	80.03
3.	Net Profit/(Loss) for the period/year before Tax but after Exceptional items	12.04	(5.43)	11.07	31.58	53.37	80.03
4.	Net Profit/(Loss) for the period/year after Tax and Exceptional items	9.05	(3.36)	11.03	26.95	44.81	64.84
5.	Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Net Profit/ (Loss) and Other Comprehensive income for the period/year]	9.40	(3.01)	11.92	28.00	47.49	66.24
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value ₹10/- per share)	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7.	Earning per Share (EPS) (in ₹) (Not annualised)						
	a) Basic (₹)	0.12	(0.04)	0.16	0.38	0.64	0.93
	b) Diluted (₹)	0.12	(0.04)	0.16	0.38	0.64	0.93

Note :
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on February 13, 2026 and subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
2. The above is an extract of the detailed format of quarter and nine month ended December 31, 2025 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and nine month ended December 31, 2025 are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.saharahousingfina.com.
3 These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
4 Previous year / period figures have been restated / regrouped / re-classified wherever necessary in line with the financial results for the quarter and nine month ended December 31, 2025.

For SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
Sd/-
Sadhan Sarkar
Chairman
DIN - 10519231

Place : Kolkata
Dated: February 13, 2026

হাসপাতালের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

কাঁকসা থানায় অভিযোগ দায়ের মৃত নার্সের বাবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত বুধবার রাতে কাঁকসার গোপালপুরে একটি বহুতল আবাসন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ২৪ বছর বয়সি কাঁকসার মলানদিঘি এলাকার একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী নার্সের। মৃতার নাম মন্দিরা পাল। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা। মলানদিঘির বেসরকারি হাসপাতালেই নার্সের চাকরি করতেন তিনি। ঘটনার দিন আবাসনের দশতলা থেকে পড়ে গিয়েছে এমনটাই প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। খুন নাকি আত্মহত্যা, সেই নিয়েই রহস্যের দানা বাঁধে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেয়। ঘটনার তদন্তের স্বার্থে ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে কাঁকসা থানার পুলিশ। শুক্রবার কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার বাবা সাগর পাল। মৃতার বাবা সাগর পাল জানিয়েছেন, তার মেয়ে কখনই আত্মহত্যা করতে পারে না। মেয়ে সব সময় হাসিখুশি থাকতো। শেষবার সরস্বতী পুজোর সময় তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারপর ফোনেই কথা হত। ঘটনার দিনও তার মায়ের সাথে কথা হয় ফোনে। মেয়ের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তারা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথেও কথা বলেছেন। কিন্তু কাঁকসা থানার পুলিশ ছাড়া কেউ তাদের সাহায্য করেনি। তাই কাঁকসা থানার পুলিশের উপর তাদের যথেষ্ট ভরসা রয়েছে। মেয়ের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীরা যাতে শাস্তি পায় কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে সেই আবেদন জানিয়েছেন তিনি। মৃতার মাসতুতো ভাই নারায়ণ দাস জানিয়েছেন, ঘটনার পর থেকে তার বোনের সহকর্মীরা এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই তাঁদের কোনরকম সহযোগিতা করেনি। এমনকি তার সহকর্মীরাও তাদের সাথে কোন রকম যোগাযোগ বা তথ্য আদান-প্রদান করেনি এমনকি হাসপাতালেও কাউকে আসতে দেখা যায়নি। তাঁর অনুমান, তার বোনের সহকর্মীদের সম্ভবত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভয় দেখিয়ে রেখেছে। যার কারণেই ভয়ে কেউ কথা বলেনি আর হাসপাতালের তরফেও কেউ শেষবারের মত দেখতে আসে নি। এছাড়াও যে বহুতল আবাসনে তার বোন এবং হাসপাতালের কর্মীদের রাখা হতো সেখানে ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বলেই অভিযোগ। কাঁকসা থানার পুলিশের কাছে তারা আবেদন জানিয়েছেন, তার বোনের মৃত্যুর ঘটনার যাতে সঠিক তদন্ত হয়, তাদের আশা কাঁকসা থানার পুলিশ এই ঘটনার সঠিক তদন্ত করে ঘটনার সত্য প্রকাশে আনবে।

ভগ্নপ্রায় প্রাথমিক স্কুলের বিল্ডিং, গাছতলায় চলছে পড়ুয়াদের ক্লাস

নিজস প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার খাতড়া ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জিয়াকানালি। গ্রামের এক কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা যে প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার অবস্থা দেখলে মনে হবে প্রাচীনকালের ভগ্নপ্রায় এক নিদর্শন। এই অবস্থাতেই পঠন পাঠন চালিয়ে যাচ্ছে ৯৩ জন কচিকাঁচা পড়ুয়া। স্কুলে একটি কক্ষ ঠিক থাকলেও, তা যথেষ্ট নয় এতগুলো পড়ুয়াদের জন্য। বাকি পুরো স্কুল বিল্ডিং-এর ভগ্নপ্রায় অবস্থার জন্য বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা খোলা আকাশের নিচে গাছ তলাতে পঠন-পাঠন চালাতে বাধ্য হচ্ছে কচিকাঁচাদের। শুধু তাই নয় মাটিতে বসে মিড ডে মিলিও খেতে হচ্ছে বাচ্চাদের। সামনেই গ্রীষ্মকাল তাহলে কি প্রখর রোদে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে বাচ্চাদের? তা সকলেরই অজানা। বর্ষাকালে বাচ্চাদের রীতিমতো বৃষ্টিকে মাথায় নিয়ে ক্লাস করতে বাধ্য হয়। অভিভাবকেরা জানাচ্ছেন, এভাবে বাচ্চাকে তারা স্কুলে পাঠাতে ভয় লাগছে, যতক্ষণ বাচ্চারা স্কুলে থাকছে ততক্ষণ আতঙ্কে সময় কাটছে তাদের। বিল্ডিং-এর পুনর্নির্মাণ না হলে বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠানো বন্ধ করতে বাধ্য হবেন তারা। স্কুলের শিক্ষক মহাশয় জানাচ্ছেন, একাধিকভাবে লিখিত আকারে স্কুলের বিল্ডিং পুণর্নির্মাণ করার কথা জানানো হলেও মিলেছে শুধু আশ্বাস, কাজের কাজ বলতে কিছুই হয়নি। এই বিষয়ে খাতড়া ব্লকের বিডিও দেবজিৎ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ওই স্কুলে অসুবিধের কথা আজ শুনলাম। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর কাছে বিষয়টা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দ্রুত বিল্ডিং নির্মাণ করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অশোকনগরে সাড়ে ১৪ কোটি ব্যয়ে ২৯টি প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে বাংলা জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। সেই পথ অনুসরণ করে একদা বামেদের শক্ত ঘাটি অশোকনগর জুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। অশোকনগর বিধানসভার গ্রামীণ এলাকা হাবড়া ২ ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েত এলাকার ২৯টি প্রকল্পের শিলান্যাস হল স্থানীয় বিধায়ক তথা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামীর হাত ধরে। ইতিমধ্যেই মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে। বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী সহ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েতের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কাজের শিলান্যাস হয়। কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে পঞ্চায়েত এলাকার চিত্র অনেকটাই বদলে যাবে বলেই আশাবাদী রাজনৈতিক মহল।

রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর, দিঘরা-মালিকবেড়িয়া, গুমা ১, গুমা ২, বেড়াবেড়ি, ভুরকুণ্ডা-সহ একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় কংক্রিট, পিচ রাস্তা, মেরামতি, কভার ড্রেন নির্মাণ, গার্ডওয়াল-সহ রাস্তা সংস্কার

এবং কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ব্যয় হবে ১৪ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। প্রশাসনের দাবি, বর্ষাকালে জল জমে থাকা ও ভাঙাচোরা রাস্তায় যাতায়াতের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর করতেই এই উদ্যোগ। নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন উন্নত হবে, তেমনি জলনিকাশি সমস্যারও সমাধান হবে। শক্ত হবে গ্রামীণ অর্থনীতি। বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'কেন্দ্রের লাগাতার বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় মানুষের দিকে বেশি নজর দিচ্ছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে উন্নয়নের যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইছেন। তার একজন সৈনিক হিসেবে আমরাও সেই কাজ করছি। ২৯টি প্রকল্পের কাজ ধাপে ধাপে সম্পন্ন হলে বৃহত্তর অশোকনগরের মানুষের সমস্যার সমাধান হবে।'

ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে প্রথমে এফিডেভিট করাতে হচ্ছে। মূলত সেই কারণে শ্রীরামপুর আদালত চত্বর ও মহকুমা শাসকের দপ্তরের বাইরে মানুষের লম্বা লাইন চোখে পড়ছে। তাঁদেরকে সাহায্যের বাড়িয়ে দিচ্ছেন তৃণমূলের আইনজীবী সেলের নেতারা। এনিউমারেশান ফর্ম পূরণের পরে শুনানিতেও হাজির হয়েছিলেন রিষড়ার বাসিন্দা। কিন্তু জন্ম শংসাপত্র না থাকায়, তাঁকে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট জমা দিতে বলেছে নির্বাচন কমিশন। তার জন্য সকাল থেকে তিনি হত্যে দিয়েছিলেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে। তাঁর মতো অনেকেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য ভিড় করছেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে। শ্রীরামপুর আদালতের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, '২০০২-এর ভোটার তালিকায় নানা বিচ্যুতি রয়েছে। সেটা নিয়ে মামলাও হয়েছে। মানুষকে অযথা হয়রান করা হচ্ছে।' শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সন্তোষকুমার সিংহ বলেন, 'ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে প্রথম দিন থেকেই মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে। একাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। বিজেপি, সিপিএমকে মানুষের পাশে দেখা যাচ্ছে না।' বিজেপির রাজ্য নেতা স্বপন পাল বলেন, 'ভুয়ো ভোটার বাদ গেলেই তৃণমূলের খেল খতম। সেই কারণেই তৃণমূল ভুল বকছে।'

মিনি কুম্ভ হতে চলেছে হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে

মাঘ সংক্রান্তিতে হয় পুণ্যস্নান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মাঘ সংক্রান্তিতে হয় পুণ্যস্নান। ইতিমধ্যেই হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে পঞ্চমবর্ষে কুম্ভমেলায় এসে পৌঁছে গিয়েছে প্রয়াগের জল। প্রয়াগে হয়েছিল কুম্ভ। আর এবার মিনি কুম্ভ হতে চলেছে হুগলির ত্রিবেণী সঙ্গমে। বুধবার থেকে শুরু চলবে এই মেলা। চলবে তিন দিন। বস্তুত, ত্রিবেণীকে বলা হয় মুক্তবেণী আর প্রয়াগকে বলা হয় যুক্ত বেণী। আবার প্রয়াগ যদি হয়, উত্তরের কুম্ভ তবে দক্ষিণের কুম্ভ হল ত্রিবেণী। আর সেই ত্রিবেণীতেই হবে কুম্ভমেলা।

পৌরাণিক কাল থেকেই ত্রিবেণীর মাহাত্ম্য রয়েছে। পুরাণ মতে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে গঙ্গাবক্ষ দিয়ে যাওয়ার সময় ত্রিবেণী ঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন। এক সময় বাণিজ্য বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী। তবে সেই সপ্তগ্রামেই বর্গি হানায় ত্রিবেণীর অনেক স্মৃতিচিহ্ন নষ্ট হয়ে যায়। যদিও, এখনও নেতা ধোপানীর ঘাট রয়েছে। প্রাচীন মন্দির রয়েছে। সেই কারণে মকর সংক্রান্তিতে সাধুসন্তরা গঙ্গাসাগর যান। সেখানে পুণ্যস্নান করেন। তারপর ত্রিবেণীতে এসে মাঘী স্নান করেন। তখনকার দিনে গঙ্গাস্নান থেকে ফিরতে সাধুদের এক মাস সময় লেগে যেত। কারণ রাস্তাঘাটের ভাল ব্যবস্থা ছিল না। তারা ফিরে যে যার আশ্রমে যেতেন। সেই ত্রিবেণীতেই এবার পঞ্চম বছর হবে কুম্ভস্নান। ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি হবে কুম্ভমেলা। দেশের নানা প্রান্ত থেকে সাধু-সন্তরা আসবেন। তাঁদের জন্য আখড়া তৈরি করা হয়েছে। ত্রিবেণী শিবপুর মাঠে হবে সাধুনাম। শেষ দিন হবে নগর কীর্তণ, তারপর পুণ্যস্নান দিয়ে। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন হবে কুম্ভস্নান। যাকে বলে অমৃত যুগস্নান।

স্নানকে কেন্দ্র করেই উৎসব তার আগে দু'দিন ধরে চলে। ১১ ফেব্রুয়ারি শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে গীতাযজ্ঞ হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি রুদ্রাভিষেক যজ্ঞ এবং মহাদেবের সহস্রনাম হবে। পাশাপাশি আরআর ক্যাম্পে সাধুদের আখড়ায় ৫২টি পীঠের কল্পনা করে ধুনি জ্বালাবেন। ১৩ ফেব্রুয়ারি স্নান। তার আগে সাধুদের রাজসিক যাত্রা হবে। সেই যাত্রার সমাপ্তি হবে সপ্তর্ষি ঘাটে। স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলেন, 'ইতিমধ্যেই সাধুরা আসতে শুরু করেছে। ১১-১৩ তিন দিন ধরে হবে কুম্ভ। ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে পুণ্যস্নান। ওইদিন রয়েছে ভান্ডারা। সাধুরা গোটা ত্রিবেণী নগর পরিক্রমা করবেন তারপর হবে পুণ্যস্নান, এরপর হবে ভান্ডারা।' ইতিমধ্যেই কুম্ভ মেলার স্থান পরিদর্শন করেছেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন। তিনি বলেন, 'কুম্ভ মেলাকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষের সমাগম হবে। তাই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকবে। একশোর বেশি সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। থাকছে নো এন্ট্রি।'

নোটিশ

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে, আমাদের মক্কেল শ্রী অতনু দাস, পিতা অরূপ দাস -সংশ্লিষ্ট সকল বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩, অবস্থিত মৌজা- থানামাকুরা, আরএস দাগ নং ১৩৩, এলআর দাগ নং ১৪৪, নথিভুক্ত খতিয়ান নং ৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫৫, জেএল নং ৪০, থানা : সাঁকরাইল, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস রানিহাটি অধিক্ষেত্রে, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৪৫, বরো নং ৫, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, জেলা হাওড়া, পিন-কোড : ৭১১১০৯ (পরবর্তীতে উক্ত ফ্ল্যাট হিসেবে উল্লিখিত), সম্পূর্ণত স্বত্বাধিকারী।

আমাদের মক্কেল মূল লিঙ্ক দলিল উক্ত ফ্ল্যাট সম্পর্কিত হস্তান্তর দলিল তারিখ ৪ আগস্ট ২০১৪, দেব কুমার দাঁ (উল্লিখিত বিক্রেতা হিসেবে) এবং সুশান্ত মিত্র এবং শ্রীমতি গার্গী ঘোষ (মিত্র) (উল্লিখিত ক্রেতা হিসেবে) রেজিস্ট্রিকৃত অফিস জেলা সাব রেজিস্ট্রার, হাওড়া, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২৩, পৃষ্ঠা ৪১১৪ থেকে ৪১৪১, দলিল নং ০৭০৫৫ - ২০১৪ সালের -হারিয়ে ফেলেছেন।

কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

এস জালান অ্যান্ড কোং
রুম নং ৯০ এবং ৯১
রাইট উইং, ৪র্থতল
১০, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
যোগাযোগ : ০৩৩ ২২৪৮ ৩৩৮৩

পাবলিক নোটিশ

আমরা আর.এস. দাগ নং ১২৯৭, ১২৯৮, ১৩১০, ১৩১১ এবং সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ১৩৮৬, ১৩৮৭, ১৩৯৭ ও ১৩৯৮, এল.আর. খতিয়ান নং ২২০২, ৫৮৯৫, ৬৫৩৫, ৬৫৩৬, ৬৫৩৭, ৬৫৪০-এ অবস্থিত শালি জমির নির্দিষ্ট অংশ ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছি। উক্ত জমি মৌজা – মল্লিকবাগান, জে.এল. নং – ০৭, সুবহারারা গ্রাম পঞ্চায়েত, পি.এস. – পাঁচলা, জেলা – হাওড়া-এ অবস্থিত।

উক্ত জমির মালিক হিসাবে নির্মল মাখাল, গোবিন্দ মাখাল, গণেশ মাখাল, মদন মাখাল, যশোদা পতিত, ছবি বার, মিনতি পাত্র, নান্টু সামুই, দীননাথ সামুই, ঝান্টু সামুই এবং দেবাশিস সামুই দাবি করিয়াছেন।

যদি কোন ব্যক্তি/সংস্থা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা অন্য কেহ উক্ত জমির উপর কোন প্রকার অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ এবং/অথবা দাবি রাখেন, তাহা হইলে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ হইতে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত আকারে জানাইবার জন্য অনুরোধ করা হইল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন দাবি না পাওয়া গেলে উক্ত জমি/সম্পত্তি সকল প্রকার দায়-দেনা ও বাধা-বিঘ্নমুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং আমরা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।

ইউনাইটেড ন্যানোটেক প্রোডাক্টস লিমিটেড পক্ষে
২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ৮ম তলা (বিনয় ভবন)
তারিখ: 14.02.2026 কলকাতা – ৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
স্থান: কলকাতা ফোন নং – ০৩৩-২২৮৭-৯৩৫৯ / ৯৩৬০

"ফর্ম আইএনসি-২৬"

[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ইস্টার্ন রিজিওন কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত

মেসার্স অ্যালাইন ইনফো সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড CIN - U74999WB2017PTC220553 রেজিস্টার্ড অফিস মার্টিন বার্ন বিল্ডিং রুম নং ৫৩, ১, আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কিত

... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন ঠিকানা কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
অ্যালাইন ইনফো সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড
সমীর গর্গ, ডিরেক্টর
ডিন - ০০৭৮৭২৫১
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

AGI GREENPAC

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড
(পূর্বতন এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
CIN : L51433WB1960PLC024539
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮
ইমেল : agiinvestors@agigreenpac.com
ওয়েবসাইট : www.agigreenpac.com

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের নথিতথ্যের শেয়ার স্থানান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তির বিশেষ ব্যবস্থা

এতদ্বারা সেবি সার্কুলার HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 তারিখ ৩০ জানুয়ারি অনুযায়ী নথিতথ্যের শেয়ারসমূহ স্থানান্তরের পুনর্নথিভুক্তকরণের সুবিধার জন্য এক বছরের মেয়াদে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এক বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নথিতথ্যের আকারে ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বের যেসকল শেয়ার বাতিল/ফেরত/অব্যবস্থিত নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্যভাবে খামতির কারণে সেগুলি আবার পুনর্নথিভুক্তিকরণ হবে ভুল সংশোধনের পর স্থানান্তর এর নথিভুক্তির জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মেসার্স মাহেশ্বরী ডেটোমেটিকস প্রা লি., ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা- ৭০০০০১ দ্বারা।

স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি কেবল ডিমাট আকারে ইস্যু করা হবে সংশ্লিষ্ট সকল নথি যথাযথ থাকা সাপেক্ষে আরটিএ স্বীকৃত হওয়া সাপেক্ষে এবং সেগুলি এক বছরের জন্য স্থানান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে লেনদেন করা যাবে না।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
ওমপাল
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : এ৩০৯২৬
স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
কলকাতা সল্টলেক শাখা
এএ-৪৭, সেক্টর ১, পিএনবি মোড়ের নিকট, সল্টলেক
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [রুল ৮(১)] অধীনে ইস্যুকৃত

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, **দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেডের** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন এন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস্ অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সেকেন্ড) অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট নং ২০০২-এর ৫৪) এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তার উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯.১০.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **১) শ্রী ব্রিজ মোহন মিমানি** পিতা শ্রী পান্না লাল মিমানি, ললিতা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক এ, ২২ নারায়ণতলা পশ্চিম, চাওল পট্টি, বাগুইআটি, রাজারহাট, গোপালপুর উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক অর্থাৎ **১০,০১,৩৬৫.৫৫ টাকা (দশ লাখ এক হাজার তিনশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা)** তৎসহ আরও সুদ পরিশোধ করতে বলেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে অপারগ হওয়ায় এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণকে এবং জনসাধারণকে সাধারণভাবে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে-কোনও লেনদেনে **১০,০১,৩৬৫.৫৫ টাকা (দশ লাখ এক হাজার তিনশ পঁয়ষট্টি টাকা এবং পঞ্চান্ন পয়সা)** এবং তদুপরি সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য খরচ দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে আইনের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট মোজাইক মেঝে, ফ্ল্যাট নং এ-২, অবস্থিত পিছনের অংশে একতলায় ভবনের পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪৫.২ বর্গফুট কমবেশি অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য যথাযথ অংশ বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ৫ ছটাক ১৩ বর্গফুট সাধারণ সুবিধা এবং ভাগ অংশ শেয়ার অবস্থিত মৌজা- কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, আরএস দাগ নং ১৫৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৬৫৯, থানা রাজারহাট ((বর্তমানে বাগুইআটি) স্থানীয় বিধাননগর পৌর সংস্থা (পূর্বতন মহিষবাথান নং ১, গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন) হোল্ডিং নং জিএ-৪৮ দেশবন্ধু নগর, পো দেশবন্ধু নগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০৫৯, সম্পত্তি শ্রী ব্রিজ মোহন মিমানি এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :
উত্তরে : নীলাম্বর অ্যাপার্টমেন্ট দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক।
পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০৭.০২.২০২৬
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড
CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩; ই-মেল: corp@titagarh.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
		৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫	৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪	৩১ মার্চ, ২০২৫
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৩৭	০.৩৯	০.৪৩	১.১৬	১.৩২	১.৭৩
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-০.৯৫	-১.৪৭	-০.৮৭	-৩.৪২	-২.৯৪	-৪.১১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৯৫	-১.৪৭	-০.৮৭	-৩.৪২	-২.৯৪	৫৫.৫১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৯৫	-১.৪৭	-০.৮৭	-৩.৪২	-২.৯৪	৫৫.৫১
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-র অন্তর্গর্ত] জন্য মোট ব্যাপক আয়	-০.৯৫	-১.৪৭	-০.৮৭	-৩.৪২	-২.৯৪	৫৫.৫১
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেস ভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৪৮	-০.৭৩	-০.৪৪	-১.৭১	-১.৪৭	২৭.৭৬

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাস সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে:

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল জিল্লাই মাওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
(রেজি. অফিস : ৩য় তল, ইউনিট ডি, ৩, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা পব ৭০০০৬৯
কর্পোরেট অফিস :- জি-০৫, প্রথম তল, প্লট নং এসইউ এলএসসি বি-ব্লক আরজি সিটি সেন্টার, লরেন্স রোড, দিল্লি - ১১০০৩৫)
CIN : L17125WB1983PLC036209
ই-মেল : info@hindusthancreditcapital.com, ওয়েবসাইট : www.hindusthancreditcapital.com)
(ইপিএস ব্যতীত লাখ টাকায়)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বর্ষ
		ডিসে. ৩১, ২০২৫	সেপ্টে. ৩০, ২০২৫	ডিসে. ৩১, ২০২৪	ডিসে. ৩১, ২০২৫	ডিসে. ৩১, ২০২৪	মার্চ ৩১, ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	মোট আয় কারবার থেকে	-	-	-	-	-	১৮.০০
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পূর্ব)	(৫.৪০)	(৭.৯৩)	(৬.৫২)	(১৯.৪২)	(১৮.৬৪)	(৮.৫৮)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৫.৪০)	(৭.৯৩)	(৬.৫২)	(১৯.৪২)	(১৮.৬৪)	(৮.৫৮)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাসমূহ পরবর্তী)	(৫.৪০)	(৭.৯৩)	(৬.৫২)	(১৯.৪২)	(১৮.৬৪)	(৮.৫৮)
৫.	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের [সংশ্লিষ্ট আয়/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সংবদ্ধ আয় (কর পরবর্তী)]	(৫.৪০)	(৭.৯৩)	(৬.৫২)	(১৯.৪২)	(১৮.৬৪)	(৮.৫৮)
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩৮৩.৮২	৩৮৩.৮২	১০.০৫	৩৮৩.৮২	১০.০৫	৩৮৩.৮২
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালেন্সশিট প্রদর্শিত অনুযায়ী						
৮.	শেয়ার পিছু আয় (১০ টাকা প্রতিটি) (কারবার চালু এবং বন্ধের সময়ে)	-	-	-	-	-	৪৩০.২৯
	ক) মূল :	(০.১৪)	(০.২১)	(০.১৭)	(০.৫১)	(০.৪৯)	(০.২২)
	খ) মিশ্র :	(০.১৪)	(০.২১)	(০.১৭)	(০.৫১)	(০.৪৯)	(০.২২)

দ্রষ্টব্য: ১) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের উক্ত সংক্ষিপ্ত স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত করা হয়েছে ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলির) ওয়েবসাইট www.cse-india.com, কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindusthancreditcapital.com থেকে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে এবং জন্য
হিন্দুস্থান ক্রেডিট ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
হিমাংশু গর্গ
ডিরেক্টর
ডিন: ০৮০৫৫৬১৬
স্থান : গ্রেটার নয়ডা
তারিখ : ১২.০২.২০২৬

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড
CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩ ৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল: neelachalkolkata@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

সংযোজন ১১	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
বিবরণ	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩০ সেপ্টে. ২০২৫	৩১ ডিসে. ২০২৪	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩১ ডিসে. ২০২৪	মার্চ ৩১ ২০২৫
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
মোট আয়	১৯.০৫	১৭.৮১	১৭.৪০	৫৮.৩৯	৫৫.০৫	৭২.৮১
মোট খরচ	১৩.০৬	১২.২০	৯.৬৩	৩৭.৮৬	৩৪.৯৪	৪৮.০০
কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	৫.৯৯	৫.৬১	৭.৭৭	২০.৫৩	২০.১১	২৪.৮১
কর ব্যয়						
(ক) চলতি কর	১.৪৩	১.৪১	-	৪.৬২	-	৫.৮৬
(খ) বিলম্বিত কর	০.০৫	০.০৭	-	০.০৫	-	০.০৩
(গ) পূর্ববর্তী বছরের কর	-	-	-	-	-	(০.০৫)
মোট কর ব্যয়	**১.৪৮**	**১.৪৮**	**-**	**৪.৬৭**	**-**	**৫.৮৪**
সময়কালের লাভ/(ক্ষতি)	**৪.৫২**	**৪.১৩**	**৭.৭৭**	**১৫.৮৬**	**২০.১১**	**১৮.৯৭**
অন্যান্য ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য (করের নিট)	-	-	-	-	-	-
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	**৪.৫২**	**৪.১৩**	**৭.৭৭**	**১৫.৮৬**	**২০.১১**	**১৮.৯৭**
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা)	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয়						
(১) মূল ইপিএস (টাকায়) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৪৩	*১.৩১	*২.৪৭	*৫.০৪	*৬.৩৯	*৬.০৩
(২) মিশ্রিত ইপিএস (টাকা) (*বার্ষিকীকৃত নয়)	*১.৪৩	*১.৩১	*২.৪৭	*৫.০৪	*৬.৩৯	*৬.০৩

দ্রষ্টব্য ঃ
১. ৩১.১২.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের বর্ষের উপরের আর্থিক ফলাফলগুলি ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া বার্ষিক আর্থিক বিবরণীর মতো একই হিসাবরক্ষণ নীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।
২. উপরে উল্লিখিত আর্থিক ফলাফলটি ১৩.০২.২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ৩১.১২.২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসি এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
৪. প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সময়কালের পরিসংখ্যান পুনর্গঠন/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
তেজস দোশী
ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
রেজিঃ অফিস : হায়াৎ রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬
CIN - L15122WB2007PLC162762

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ৩) এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়, শেয়ার এবং শেয়ার প্রতি ডেটা ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	কনসোলিডেটেড		
		তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৬৯২.৯৫	৮,৭৯৫.৫৪	৩,২৫৫.২৯
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য ব্যতিক্রমী দফা ও কর পূর্ব	১,২৭৪.৫৮	২৩৯.২৪	৭৭০.২৫
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪,৯৩৮.৪৮)	(৫,৯৭৩.৮২)	৭৭০.২৫
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৫,২৬৩.২৬)	(৬,৬১৩.৫৯)	৪৮৩.০৩
৫.	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	(৫,২৬১.১৬)	(৬,৬০৭.২৫)	৪৮২.৭৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭	১,৭২৯.১৭
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি (উর্দ্ধর্তপত্রে প্রদর্শিত পূর্ববর্তী বছরের পুনর্মূল্যায়ন ব্যতীত)	(৫,২৬১.১৪)	১৫,৮৪৭.৫৭	৫০.৪২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় সময়কালের জন্য বিশেষ কার্যাদি পরবর্তী (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)			
	মূল :	(৩০.৪৪)	(৩৮.২৫)	২.৭৯
	মিশ্রিত :	(৩০.৪৪)	(৩৮.২৫)	২.৭৯

দ্রষ্টব্য -
১. স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন		
		তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৬৯২.২৫	৮,৭৯৫.৫৪	৩,২৫৫.২৯
	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,৪২৬.৫৩	২,৬৬৮.২৫	১,১০২.৭৫
	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	১,০৭৩.০৬	২,০০৪.১২	৮২৪.৫৮
	মোট ব্যাপক আয়	১,০৭৫.১৭	২,০১০.৪৬	৮২৪.৫৮

দ্রষ্টব্য :
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ (**"আর্থিক ফলাফল"**) তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক (কিউ৩) এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হয়েছে এবং তারপর পরিচালন পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে তাদের ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়।
৩. উপরোক্তটি আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট **(URL: https://www.ahleast.com/financial-results.html)** -তে উপলব্ধ। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রেজিস্ট্রারকে অন্যায়ভাবে অপসারণ!

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে ঘেরাও, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্যকে অধ্যাপক এবং শিক্ষা বন্ধু কর্মীরা ঘেরাও করে চরম বিক্ষোভ দেখালেন। রীতিমতো উপাচার্যের অফিস ঘরেই বিক্ষোভকারী অধ্যাপকদের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায় উপাচার্যের অনুগামী অধ্যাপকদের মধ্যে। শুক্রবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৩ টে পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা উপাচার্যকে নিজের অফিস ঘরে ঘেরাও করে রাখেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটা বড় অংশ। পাশাপাশি উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালানোর অভিযোগ তুলে সোচ্চার হন বিক্ষোভকারী অধ্যাপকেরা। শুধু তাই নয় রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সমস্ত নির্দেশকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছেন উপাচার্য বলেও অভিযোগ করেন বিক্ষোভকারী অধ্যাপকেরা।

এদিন বিক্ষোভকারী অধ্যাপকদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ইসি কমিটির কোনও বৈঠক না হওয়ায় দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে রয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এজেন্সি মেয়াদ পূরণের পরেও নতুন কোনও এজেন্সি নিয়োগ করা হয়নি। এদিকে অধ্যাপক ও কর্মীরা উপাচার্যের ঘরে গেলে সেখানে

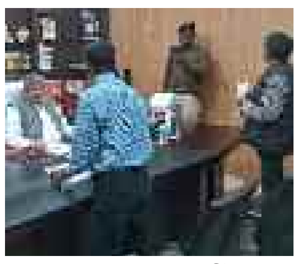

নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মী সকলের ছবি মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করার ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়। অন্য একটি মিটিংয়ে যুক্ত রয়েছেন বলে অধ্যাপকদের সঙ্গে উপাচার্য দীর্ঘক্ষণ কোনও কথা না বলায় তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। রেজিস্ট্রার ছুটি চাওয়ায় তাঁকে অন্যায়ভাবে দায়িত্ব থেকে সরানোর অভিযোগ তুলে সরব অধ্যাপকেরা একাংশ। এক্ষেত্রে ইসি কমিটির অনুমোদন নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। বিক্ষোভকারী অধ্যাপকদের অভিযোগ, গত বছর নভেম্বর মাসে উপাচার্যের দায়িত্ব নেন আশিস ভট্টাচার্য। তিনি আসার পর থেকে একের পর এক নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। অথচ ইসি কমিটির কোনও পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে না। অন্যায় ভাবে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসকে বৃহস্পতিবার রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জোৎস্না সাহাকে বসানো হয়েছে।

এক্ষেত্রেও ইসি কমিটির কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। এর আগে রাতারাতি সরস্বতী পুজো কমিটি তৈরি করা হয়। সেখানেও উপাচার্য ইসি কমিটিকে কিছু জানায় নি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিগত কয়েক মাসের ব্যবধানে এরকম একের পর এক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা তৈরি করে ফেলেছেন উনি। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে তিনি উপাচার্য ছিলেন সেই পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আমলে আমি এই দায়িত্ব পেয়েছিলাম। গত ৯ জানুয়ারি উপাচার্যকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম যে আমার ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। তার দরুণ পরীক্ষার শুরু থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত একজন বাবা হিসেবে প্যাটারনেটি লিভ প্রয়োজন। এটি সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনেই আবেদন করেছি। সে ক্ষেত্রে আমাকে বৃহস্পতিবার রাতারাতি এই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রেও ইসি কমিটির কোনও সিদ্ধান্ত ও মতামত নেওয়া হয় নি।' এদিন বিক্ষোভকারী অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা বলেন, গতবছর ১৮ নভেম্বর নতুন উপাচার্য হিসেবে আশিস ভট্টাচার্য এই বিশ্ববিদ্যালয় দায়িত্ব নিয়েছেন। তারপর থেকেই একনায়কতন্ত্র চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিক পদে কাউকে বসানোর ক্ষেত্রে ইসি কমিটির মতামত নেওয়া হচ্ছে না। উনি যাকে নিজের কাছের মনে করছেন তাকেই দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন। অথচ নিয়োগ অথরিটি হচ্ছে ইসি কমিটির মিটিং ডাকা এবং মতামত নেওয়া উচ্চশিক্ষা দপ্তরের গাইডলাইনে রয়েছে। যেটা উপাচার্য করছেন না। সরকারি নিয়মে কাউকে কোনও দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও ইসি এমনও পর্যন্ত করেন নি। প্রায় এক বছর হতে চললো ইসি কমিটির বৈঠক হয়নি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এদিন অন্যায় ভাবে ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে সরিয়ে দিয়েছেন উপাচার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউজিসির নিয়মও উনি মানছেন না। একের পর এক এই অব্যবস্থা প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন উপাচার্যকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।' যদিও এপ্রসঙ্গে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য বলেন, 'যেভাবে এদিন আমার অফিসে ঢুকে কিছু অধ্যাপক হুমকি দিচ্ছিলেন, সেটা কাম্য নয়। ওনারা তো দায়িত্বশীল ইসি কমিটির সদস্য। তাদের এই দাবি দাওয়া থাকতেই পারে। তা বলে এরকম আচরণ এটা গ্রহণযোগ্য নয়। ওনাদেরকে বলেছি ইসি কমিটির ক্ষেত্রে আচার্যের মনোনীত দুইজন সদস্যের পদ খালি রয়েছে। সেটি পূরণ হলেই এই সমস্যার সমাধান হবে। পাশাপাশি রেজিস্ট্রার সরানোর ক্ষেত্রে যে কথা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। যিনি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ছিলেন ১৬ মার্চ কাজে ফিরবেন। অথচ ২২ মার্চ ওনার এই পদের মেয়াদ সম্পূর্ণ হচ্ছে। ফলে কয়েদিনের জন্য ওনাকে আবার নতুন করে বসাতে হবে। পরবর্তীতে আবার নতুন করে সেই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের প্রক্রিয়া নিতে হবে।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

পাঞ্জাব নৈশনাল বৈঙ্ক | punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম এবং পো : শাহাজাদপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৬৬ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট আগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।

খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।
খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।

সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে "**টেকনিক্যাল বিড**" এবং "**ফিনান্সিয়াল বিড**" শীর্ষাঙ্কিতভাবে **সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ** উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে **১৭ দিনের মধ্যে** অর্থাৎ **২ মার্চ ২০২৬ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও শাহাজাপুর/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।

সার্কেল হেড

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002-এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)-এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002-এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172992909 21030011	1. মেসার্স জে.এস.এন্টারপ্রাইস (ইহার মালিক শ্রী রাজশ্রী সাহা'র মাধ্যমে) - ঋণগ্রহীতা 2. জয়ন্ত সাহা এবং রাজশ্রী সাহা - সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি - I কম-বেশী 1300 বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপ হওয়া, সেকেণ্ড ফ্লোরে, দক্ষিণ দিকে, ফ্ল্যাট নং এ, যেটা সকল পথাধিকারের সঙ্গে একত্রে জমি ও কমন অংশ তথা ভাগে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে, 24 পরগণা (উত্তর) জেলাতে, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10 হওয়া, দমদম মিউনিসিপ্যালিটির স্থানীয় এক্তিয়ারের মধ্যে কাশীপুর দমদমে, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস অধীনে, মৌজা - সুলতানপুর, থানা - দমদম, জে.এল. নং 10, আর.এস. নং 148, তৌজি নং 172/173, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121-তে থাকা ও অবস্থিত জমিতে আনুপাতিক ভাগীদারি ও স্বার্থ সহ একত্রে দমদম মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে হোল্ডিং নং 15/10, ইটালগাছা রোড, ওয়ার্ড নং 10'য়ে মৌজা - সুলতানপুর, থানা - দমদম, দাগ নং 667, 689, খতিয়ান নং 648, 448 এবং 121'য়ে অধীনস্থ।	24-11-2025	22/11/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ43,93,767.27/- (তেতাল্লিশ লাখ তিরানব্বই হাজার সাতশো সাতষট্টি টাকা সাতাশ পয়সা)	12-02-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 14.02.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রীমতি মামনি মালাকার, (স্বামী প্রয়াত সঞ্জয় মালাকার)	ক) **৮,৫৬,১৯৮.২৭ টাকা** (আট লাখ ছাপান্ন হাজার একশ আটানব্বই টাকা এবং সাতাশ পয়সা) **লোন এ/সি নং PHR031901621586, ০৯.০৭.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৯.০৭.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া** খ) ০৯.০৭.২০২৫ গ) ১২.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তপশিল : এ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি তদস্থিত নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা কমবেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন সাধারণ চলার পথের ব্যবহার এবং অন্যান্য সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমি জেএল নং ১৪, আরএস নং ১০৩, তৌজি নং ৬, ৬৩, ১৬৩, এবং ১৭২, খতিয়ান নং ১৭২৭, ১৭২৮, ১৭৯০, ১৭৯১, এবং ১৩৭১, আরএস দাগ নং ৪৮২ এবং ৪৮৩, এলআর দাগ নং ৬৪১ এবং ৬৪২, মৌজা : ঘোলা, পরগনা -কালিকাপুর, থানা : ঘোলা (পূর্বতন খড়দহ) এবং ওয়ার্ড নং ১৯ (পুরানো) ২৮ (নতুন) হোল্ডিং নং ৫৫৫ এবং সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা ওল্ড পোস্ট অফিস, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা এবং কলকাতা- ৭০০১১১, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হরিদাস সরকার এর ভবন। **দক্ষিণে :** দিলীপ চ্যাটার্জি এর ভবন। **পূর্বে :** ১২ ফুট প্রাইভেট সাধারণ চলার পথ এবং পরবর্তী পুরসভা সড়ক। **পশ্চিমে :** বিষ্ণু গোঁসাই এর ভবন।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তির তপশিল
তপশিল : বি :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৭১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ কমবেশি ফ্ল্যাট নং ৭, ৩য়তলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ভবনের নাম কমলা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত সুনীত কুমার ব্যানার্জি রোড, ঘোলা ওল্ড পোস্ট অফিস, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১১১, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ পি ১ ডাইনিং স্পেস, ১ বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মোট বিনিময় মূল্য ১৯,১৭,০০০ টাকা (উনিশ লাখ সতেরো হাজার টাকা), হোল্ডিং নং ৫৫৫, ওয়ার্ড নং ২৮, পানিহাটি পুরসভা অধীন, থানা : ঘোলা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১১১।

তারিখ : ১৪.০২.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

ই-পাবলিক নিলাম-তথা-বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্স মেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/গণ, জামিনদাতা/গণ এবং বন্ধকদাতা/গণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেডের অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত**, নির্ধারিত ঋণদাতা, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" ২৮.০২.২০২৬ তারিখে, ৩৪,৬৭,১৯৬ টাকা (চৌত্রিশ লাখ সাতষট্টি হাজার একশ ছিয়ানব্বই টাকা) ০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী** জামিনদত্ত ঋণ সুবিধা **২০,২০,৬২২ টাকা** (কুড়ি লাখ কুড়ি হাজার ছশো বাইশ টাকা) **০৫.০২.২০২৬ অনুযায়ী অজামিনদত্ত ঋণ সুবিধা [**দাবি নোটিশ তারিখ ২৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত--আইএনআর **৪৪,৩১,৩৮৭ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ একত্রিশ হাজার তিনশ সাতাশি টাকা) উভয় ঋণ সুবিধাদি সহ]** চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ খেলাপি/জরিমানা সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ চূড়ান্ত আদায়/উশুল পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাগণ/ জামিনদাতাগণের কাছ থেকে যেমন **(১) ছবি ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ১) এবং (২) ঋশিতা নন্দী (সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা ২)** কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য। সম্পদের বিবরণ, সংরক্ষিত মূল্য (আরপি), বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিক্রয়ের বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

তপশিল -১

জামিনদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, প্রেমিসেস নং ৬১২, সার্ভে পার্ক, থানা : পূর্ব যাদবপুর, জেলা : ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০৭৫, ওয়ার্ড নং ১০৯, মৌজা : সন্তোষপুর, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৫১, সিএস দাগ নং ৭০৬, সিএস খতিয়ান নং ১০, আরএস দাগ নং ৮০৪/২১০১, আরএস খতিয়ান নং ৯৯১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন পরিমাপ ৬৮০ বর্গফুট।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : প্রেমিসেস নং এ-৫৮ (৫মতল মালিকানাধীন ভবন)।
পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং এ-৫৬ (একতলা ভবন)।
উত্তরে : ৩০ ফুট চওড়া কে এম সি রোড।
দক্ষিণে : দোতলা ভবন।

তপশিল -২
ই-নিলামের বিস্তারিত

সম্পত্তি/গুলির বিস্তারিত	তপশিল -১ অনুযায়ী
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮.০২.২০২৬ **সময় :** বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত প্রতিটি ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
টেন্ডার দাখিলের তারিখ এবং সময়	২৬.০২.২০২৬ বিকেল ৪ টার মধ্যে

সংরক্ষিত মূল্য : আইএনআর ২৩,০৩,২৩৫ (তেইশ লাখ তিন হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা।
*সংশ্লিষ্ট মূল্যের কমে ফ্ল্যাট/সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে না।

বায়না জমা : (আরপি-র ১০ শতাংশ) **২,৩০,৩২৩ (দুই লাখ তিরিশ হাজার তিনশ তেইশ টাকা)**

ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০ (এক লাখ টাকা) টাকা

যোগাযোগের ব্যক্তির বিস্তারিত এবং মোবাইল নং : শ্রী সার্থক শর্মা, মো : ৭৯৮২৯৯২৩৬৬

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন ওয়েবসাইট : **https://www.auction.info-large.com"** এবং **www.axisfinance.in**।

সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় নোটিশ।

সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদাতাগণ এবং বন্ধকদাতাগণের প্রতি উক্ত ঋণ বিষয়ক এবং উক্ত উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

তারিখ : ১১.০২.২০২৬
স্থান : নিউ দিল্লি

অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[দ্রষ্টব্য রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৮(৬) এবং রুল ৬(২)** সংস্থান অধীনে স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৩.২০২৬ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা) খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**উখড়া শাখা।** অ্যাকাউন্ট নাম : **বাবা লোকনাথ অটো পার্টস।** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **মেসার্স বাবা লোকনাথ অটো পার্টস, (স্বত্বা : শ্রী মুন্না সিং),** নিবাস -উখড়া, পশ্চিম বর্ধমান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি খালি জমি অবস্থিত মৌজা -ছোরা, জেএল নং ২৯, এলআর প্লট নং ২৪৪৬, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৫ এবং ১৫১৬, ছোরা গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২২। **সম্পত্তি শ্রী মুন্না সিং এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : উখড়া রানিগঞ্জ রোড। পূর্বে প্রভাত মিত্র এর জমি। দক্ষিণে : নেহরু বিদ্যাপীঠ স্কুল। পশ্চিমে : পেট্রোল পাম্প।	ক. ১০.০১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৮.০৮.২০২৫ গ. ০৬.১১.২০২৫	১. ৮,১৬,০০০.০০ টাকা ২. ৮১,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
২	**আসানসোল শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **জগত বাহাদুর।** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রী জগত বাহাদুর এবং শ্রীমতি মীনা দেবী,** নিবাস- চিত্তরঞ্জন, পশ্চিম বর্ধমান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি মৌজা - মনোহরা, জেএল নং ৫৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৯২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ০৪, কাল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা সালানপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তি শ্রী জগত বাহাদুর এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৪(অংশ), পূর্বে : অন্যান্যর জমি। দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া কাঁচা রোড।	ক. ৫১.৩২ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০১.০৪.২০২৫ গ. ১৮.০৬.২০২৫	১. ২৪,০৬,০০০.০০ টাকা ২. ২,৪০,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৩	**উখড়া শাখা।** অ্যাকাউন্ট নাম : **রানা ভুঁইয়া।** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী রানা ভুঁইয়া এবং অনিমা ভুঁইয়া** নিবাস -খোট্টাডিহি কলিয়ারি, থানা পান্ডবেশ্বর, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত জেএল নং ১০, মৌজা- মোহাল, আরএস এলআর প্লট নং ২৮০স এখআর খতিয়ান নং ১৬৫২, ১৬৬২ এবং ৪৯৫/১, বৈদ্যনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা পাণ্ডবেশ্বর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩৪৬। **সম্পত্তি শ্রী রানা ভুঁইয়া এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি** উত্তরে : খালি জমি ভোলা এবং পরে পাণ্ডবেশ্বর -দুর্গাপুর রোড। পূর্বে : মহ সফিকুদ্দিনের খালি জমি। দক্ষিণে : রোড। পশ্চিমে : ভোলা এর খালি জমি।	ক. ১৪.৪১ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৭.০৫.২০২২ গ. ০২.০৯.২০২২	১. ৬,০৭,৫০০.০০ টাকা ২. ৬০,৭৫০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৪	**বার্নপুর শাখা।** অ্যাকাউন্ট নাম : **শুভদীপ কোনার,** ঋণগ্রহীতার নাম : **শ্রী শুভদীপ কোনার এবং পায়েল কোনার।** নিবাস -আসানসোল	সম্পরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি ৫.৭০ ডেসিমেল জমি অবস্থিত মৌজা- আসানসোল পুরসভা, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৪৬৯৮ এবং ৪৬৯৯, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৩৬, পো এবং থানা : আসানসোল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩০১। **সম্পত্তির শ্রী শুভদীপ কোনার এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : ভূতনাথ কোনার এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া বাই লেন। উত্তরে : ভূতনাথ কোনার এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ১৮.৬৬ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ০৭.০২.২০১৯ গ. ২২.০৫.২০১৯	১. ১৪,৯৬,০০০.০০ টাকা ২. ১,৪৯,৬০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৫	**ধাত্রীগ্রাম শাখা।** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী রূপক বসাক।** **ঋণগ্রহীতার নাম :** **শ্রী রূপক বসাক এবং সীমা বসাক।** নসরতপুর, বর্ধমান	মোটর কার - **এমজি মোটর ইন্ডিয়া প্রা লি, হেক্টর প্লাস,** ইঞ্জিন নং **18L10320228** এবং চেসিস নং **MZ7BD1D3J3H032629**। (রেজিস্ট্রিকৃত মালিক **শ্রী রূপক বসাক**), রেজিস্ট্রেশন নং -**WB 42AX 3666**। ভেহিকেল লোন অ্যাকাউন্ট ধাত্রীগ্রাম শাখায় **উল্লেখ্য এ/সি নং ৪২০২৬০৫১০০০০০৯২।**	ক. ১৬.০৭ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ নোটিশের তারিখ : ০১.১২.২০২৫	১. ১৩,২৭,০০০.০০ টাকা ২. ১,৩২,৭০০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা
৬	**আসানসোল শাখা।** অ্যাকাউন্ট নাম : **দেবাশিস নায়ক।** **ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী দেবাশিস নায়ক এবং শ্রীমতি নমিতা বাউরি।** কেলেজোড়া আসানসোল	সম্পরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত কেলেজোড়া, থানা -বারাবনি, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৩৪, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩২০৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯৮২ (নতুন), এলআর খতিয়ান নং ১১১৩, মৌজা -কেলেজোড়া, জেএল নং ৪৬,থানা -রারাবনি, জেলা -পশ্চিম বর্ধমান। **সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস নায়ক এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : রোড। পশ্চিমে : পরিমল মন্ডলের সম্পত্তি। উত্তরে : অন্তরা সাধু এর সম্পত্তি। দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	ক. ২৩.৭৩ লাখ টাকা ইউসিআই এবং অন্যান্য চার্জ সহ খ. ২৮.০৩.২০২৫ গ. ০৫.০৬.২০২৫	১. ১৩,৬১,৭০০.০০ টাকা ২. ১,৩৬,১৭০.০০ টাকা ৩. ১০,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :
(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৪.০৩.২০২৬ (বিকেল ৪টে পর্যন্ত)** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৫.০৩.২০২৬** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এবং রুল ৬(২) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ১৩.০২.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী আবু তালেব শেখ এবং ২. শ্রীমতি আমিনা বিবি	ক) **১৯,২৩,১০৬.০৩** টাকা লোন এ/সি নং 920030072472963, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **১৮,১৯১.০১** টাকা লোন এ/সি নং 920030072472989, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৩.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- তালগ্রাম, প্লট নং ৩৮৯৬, জেএল নং -৪২, খতিয়ান নং ১৭৫১, সাবেক এলআর ১৬৮৯, (নতুন) এলআর ৬২০৮,থানা ভরতপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪২৩০১, সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ , ফিক্সচার, ফিটিংস এবং সকল প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ীভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী এনামুল হক, ২. শ্রী গোলাম জাকিরিয়া এবং ৩. জাবেদা বিবি	ক) **১৬,৮৫,২২৬.৮৫** টাকা লোন এ/সি নং 922030054919198, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৪০,৯৮৬.৯৫** টাকা লোন এ/সি নং 922030054919208, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৮.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১২.৬৫ ডেসিমেল কমবেশি, মৌজা- ঝিকারহাটি, প্লট নং ৩৬৯৫, জেএল নং ০০১, খতিয়ান নং ৮৬১৮, পো : ঝিকারহাটি, থানা বারওয়ান , জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৬৮, তদস্থিত ভবন নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী মুতাহার শেখ এবং ২. শ্রী মোজাহার শেখ	ক) **১৮,২৬,২৬৩.০০** টাকা লোন এ/সি নং 921030010668758, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **২৭,৯২৪.০০** টাকা লোন এ/সি নং 921030010668787, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২৫.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- কুলি, আরএস প্লট নং ২৯৪,এলআর প্লট নং ৪৩২, এলআর খতিয়ান নং ৩৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, জেএল নং ৩৬, থানা বারওয়ান, এসআরও - পাঁচথুপি, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১৬৮, তদস্থিত ভবন নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী সৈদুল শেখ, ২. শ্রীমতি হাসিনা বিবি, ৩. শ্রীমতি রোশেনা বিবি এবং ৪. শ্রী হুরজাদ হোসেন	ক) **১৮,২১,৭৪৫.৯৫ টাকা** লোন এ/সি নং 922030012318344, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **১৯,৪০২.৭৮ টাকা লোন এ/সি নং** 922030012318357, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১১.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ০৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত প্লট নং ১৬৯৭, জেএল নং ৪০, খতিয়ান নং ৬০০৩ ।এলআর ২৭৩১,মৌডা- ইন্দ্রণী, ইন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, তৌজি -১২, মহকুমা -কান্দি, পো -ইন্দ্রাণী, থানা - খারগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১৫৯, তদস্থিত ভবন নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী রজত রায় ২. শ্রী জগাই চন্দ্র রায়	ক) **৬,৯৪,৫৬৮.৪৯** টাকা লোন এ/সি নং 922030034750337, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৪৭, ৪০০.৯৪ টাকা লোন এ/সি নং** 922030034750340, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২০.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ আনুমানিক ২ ডেসিমেল মৌজা- সিঙ্গার, জেএল নং ৩২, খতিয়ান নং ৮৩৯২, প্লট নং ৭৮৯৫, স্থানীয় মহুরুল গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা - নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -৭৪২১৮৪ তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী রহমান মোমিন ২. শ্রীমতি আজিমা বিবি ৩. শ্রী কমল মোমিন	ক) **২১,০৬,৫৭১.৯০** টাকা লোন এ/সি নং 921030003232849, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৪৬, ৪৩০.৪১ টাকা লোন এ/সি নং** 921030003232852, **১৮.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ২১.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাপ আনুমানিক ৩ ডেসিমেল, মৌজা -নগর, জেএল নং ৮৫, এলআর খতিয়ান নং ৬৯০৭, প্লট নং ৬৮৬, ৬৮৭, স্থানীয় কীর্তিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মহকুমা কান্দি, এসআরও- খারগ্রাম, তৌজি নং ১২, থানা : খারগ্রাম, জেলা -মুর্শিদাবাদ, তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
১. শ্রী ধুনসুর শেখ ২. শ্রী মনিরুল শেখ ৩. জিয়াবুন্নেসা বিবি	ক) **৫৩,০৮,৫৬৫.৯৪** টাকা লোন এ/সি নং 922030016760073, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৫০, ১৯৮.২০ টাকা লোন এ/সি নং** 922030016760099, **০১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৬.০৮.২০২৫ গ) ১৩.০২.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১৬ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা- সন্ধ্যাজল, প্লট নং ১৮৭৭, জেএল নং ১৩০, সাবেক খতিয়ান নং ৮০, এলআর খতিয়ান নং ২০৫১ এবং ২০৪৪, গ্রাম পো : সন্ধ্যাজল, থানা মারগ্রাম, জেলা বীর ভূম, পিন - ৭৩১২৩৩,তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।

তারিখ : ১৪.০২.২০২৬
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

বেঙ্গালুরুতে একাধিক গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৭

বেঙ্গালুরু, ১৩ ফেব্রুয়ারি: বেঙ্গালুরু গ্রামীণ জেলায় শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। হোসাকোটে তালুকের এম সত্যবর গ্রাম সংলগ্ন হোসাকোটে-দেবানাহাল্লি জাতীয় সড়কে একটি এসইউভি, একটি মোটরবাইক ও একটি লরির মধ্যে সংঘর্ষে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসইউভি-তে ছয় জন যাত্রী ছিলেন এবং মোটরবাইকে ছিলেন একজন আরোহী। প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, দ্রুতগতির এসইউভি প্রথমে সামনে চলা মোটরবাইকটিকে ধাক্কা মারে। এর পর চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা লরির সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় এসইউভি-র যাত্রীরা ও মোটরবাইক আরোহী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

৯ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি লোকসভার অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: লোকসভায় বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্ব শুক্রবার সম্পন্ন হয়েছে। শনিবার থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে লোকসভার অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব আগামী ৯ মার্চ থেকে শুরু হবে এবং তা চলবে ২ এপ্রিল পর্যন্ত।

শুক্রবার বেলা ১১টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হতেই কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর পদত্যাগের দাবিতে হট্টগোল শুরু করেন। উত্তেজনার জেরে লোকসভার কাজ দুপুর ১২টা পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয়। দুপুর ১২টায় পুনরায় অধিবেশন শুরু হলে জানা যায়, বেশ কয়েকজন সদস্য মুলতুবি প্রস্তাবের যে নোটিস দিয়েছিলেন, তা খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তাঁর মন্ত্রক সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর সদনের টেবিলে পেশ করেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, মহিলা ও শিশু বিকাশ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী, আইন ও বিচার দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিজ নিজ মন্ত্রকের প্রশ্নের উত্তর পেশ করেন।

লোকসভার মহাসচিব উৎপলকুমার সিং জানান যে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কোড (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভাতেও কোনও সংশোধনী ছাড়াই পাশ হয়েছে। এর আগে বিলটি লোকসভায় পাশ হয়েছিল। এরপরই লোকসভার অধিবেশন আগামী ৯ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সংসদের বাজেট অধিবেশন ২৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছিল এবং ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয়।

কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির প্রতিবাদে দেশজুড়ে বড়সড় আন্দোলনের ডাক দিলেন রাহুল গান্ধি। শুক্রবার সংসদ ভবন চত্বরে পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানে ভুট্টা, সয়াবিন, তুলো ও ফলের অবাধ আমদানিতে চাষিদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করা হয়। কৃষকস্বার্থ ও দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে দুর্বল করে মতো বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে বলে বার্তা দেন রাহুল।

সভায় উপস্থিত কৃষক নেতাদের মধ্যে ছিলেন অল ইন্ডিয়া কিষান কংগ্রেসের সুখপাল এস খাইরা, জিকেএস রাজস্থানের রঞ্জিত এস সান্ধু, ভারতীয় কিষান মজদুর ইউনিয়ন হরিয়ানার তরফে অ্যাডভোকেট অশোক বলহারা, কেএমএম কেরলের পিটি জন, বিকেইউ ক্রান্তিকারীর বলদেব এস

জিরা, প্রোগ্রেসিভ ফার্মার্স ফ্রন্টের আর নন্দকুমার, বিকেইউ শহিদ ভগৎ সিং-এর তরফে অমরজিৎ এস মোহরি, অল ইন্ডিয়া কিষান কংগ্রেসের তরফে অখিলেশ শুক্লা, আম কিষান ইউনিয়নের কেদার সিরোহি, কিষান কংগ্রেস পঞ্জাবের কিরণজিৎ এস সান্ধু, রাজসভার গুরপ্রীত এস সঙ্ঘ, কিষান মজদুর মোর্চা-ইন্ডিয়ার গুরমনিত এস মাঙ্গত, জম্মু ও কাশ্মীর জমিদারা ফোরামের হামিদ মালিক, কেএমএম-এর তেজবীর সিং, হরিয়ানা কিষান সংঘর্ষ সমিতির ধর্মবীর গোয়াত, কৃষক সমাজের ঈশ্বর সিং নাইন এবং দক্ষিণ হরিয়ানা কিষান ইউনিয়নের সতবীর খাতানা।

দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমাতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার সকালে দিল্লির একাধিক স্কুলে ফের বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের মধ্যে। দিল্লির দমকল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে অন্তত চারটি নামী স্কুলে বোমা রাখা রয়েছে বলে হুমকি পৌঁছায়। খবর পাওয়া মাত্রই স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের নিরাপদে বের করে নিয়ে আসে এবং দ্রুত দমকল ও বম্ব স্কোয়াড সেখানে পৌঁছায়। শুধু শুক্রবারই নয়, গত সোমবারও দিল্লির একাধিক স্কুলে একই ধরনের হুমকি ইমেল এসেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কোনও বিস্ফোরক মেলেনি এবং হুমকিটি ভুয়ো প্রমাণিত হয়েছিল। স্কুল চত্বরগুলোতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তবে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার একই ধরনের ঘটনায় শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে তীব্র দুশ্চিন্তায় রাজধানী।

TENDER

E- Tenders invited by the Prodhan, Natna Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity), Natna, Nadia. **NIET No- 5e/2025-2026, 6e/2025-2026,** Last date of submission **23.02.2026 up to 6p.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Natna Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No: -09/APAS/K-II GP/2025-26 With Vide Memo No. 82/K-II GP Dated: - 11-02-2026,** The Last date for online submission of tender is **19/02/2026 Upto 04.00 P.M.** For details please visit website: **http://tenders.wb.gov.in**

Sd/-, Prodhan
Kedarchandpur-II GP

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT

NIT No.: FUL/354/APAS/2026, Date: 05.02.2026
NIT No.: FUL/394/APAS/2026, Date: 06.02.2026
NIT No.: FUL/395/15THCFC/2026, Date: 06.02.2026
NIT No.: FUL/396/15THCFC/2026, Date: 06.02.2026

Tender is invited through only only from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal **(www.wbtenders.gov.in).**

Sd/- Prodhan
Fulsara Gram Panchayat
Bakchara, North 24 Parganas

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
P.O.- PANCHGRAM, BLOCK-NABAGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742184
E-mail: prodhanpanchgram@gmail.com

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are invited through online bid system under following Tender **e-Tender No-10/PGP/(APAS/15th CFC Tied/5th SFC Untied)/2025-26,** the last date of onlne submation of tender is **18/02/2026 upto 18.00 Hours**

For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**

Salma Yeasmin Bibi
Prodhan
Panchgram G.P

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 12/PGP/15 th FC/Un-Tied/2025-26. Date of publishing: 14/02/2026 from 10.00 a.m on **htpp://tenders.wb.gov.in**
Bid downloading starts from: **14/02/2026 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **23/02/2026 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **23/02/2026 upto 3.00 p.m** Technical Bid opening date: **25/02/2026 at 4.00 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of various construction works in different booths, in ward no.-18, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference: WBMAD/NIeT/329/BM/2025-26/APAS Date: 13.02.2026
Tender ID- TENDER ID – 2026_MAD_5012043_1, 2026_MAD_5012043_2, 2026_MAD_5012043_3.

1. Bid Submission Start date– **13.02.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date– **17.02.2026 at 14.00.** 3. End date– **20.02.2026 at 18.00.** 4. Bid opening date- **23.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T. No.–WBMAD/ULB/RSM/2083/25-26 Dated 13.02.2026

E-Tenders are being Invited for Supply and Delivery of 45W LED Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality. **a)Date of uploadation:** 14. 02.2026 at 11-00 hrs.**b)Documents download starting date & time:** 14. 02.2026 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 21. 02.2026 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid :** 23. 02.2026 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**.

Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 10/PGP/15 th FC/ Tied/ 2025-26. Date of publishing: **14/02/2026 from 10.00 a.m on htpp://tenders.wb.gov.in**
Bid downloading starts from: **14/02/2026 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **28/02/2026 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **28/02/2026 upto 3.00 p.m.** Technical Bid opening date: **02/03/2026 at 4.00 p.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Office of the
PROSADPUR GRAM PANCHAYAT
Vill - Prosadpur, P.O- Haribhanga, P.S & Dist-Murshidabad

NIeT. No. 11/PGP/15 th FC/ Tied/2025-26. Date of publishing: **14/02/2026 from 10.00 a.m** on **htpp://tenders.wb.gov.in**
Bid downloading starts from: **14/02/2026 from 10.00 a.m.** Bid Downloading ends : **23/02/2026 up to 3.00 p.m.** Last date of Bid submission: **23/02/2026 upto 3.00 p.m** Technical Bid opening date: **25/02/2026 at 4.00 p.m**
For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Prosadpur G.P, M-J Block

Notice for Inviting Quotation

Sealed Quotation hereby invited for the Establishment of Firing Range & Obstacle Course for Trg of NCC Cdts at BKTPP Prabir Sengupta Vidhyalaya High School, Suri.
Genuine suppliers are requested to submit seperate Quotation in prescribed format available at 15 Bengal Bn NCC office located at Suri. Quotations in sealed envelope to be dropped at the Quotation Box placed at the office location.
Last Date of Submission of Quotation: 22 Feb 2026
Opening Date of Quotation: 23 Feb 2026

LT. COL
ADM Officer
15 BENGAL BN NCC SURI, BIRBHUM.

BONGAON MUNICIPALITY

1. Construction of Surface Drain & renovation mandir ghat.

Tender reference: 328/B.M./2025-26/APAS(A to F) Date: 12-02-2026.

1. Last date and time receiving application– **16.02.2026 at 14.00**. 2. Last date and time of purchasing for tender documents– **18.02.2026 at 14.00.** 3. Date & time and place for dropping of tender documents- **21.02.2026 at 12.00.** 4. Date & time and place for Opening of tender document- **21.02.2026 at 13.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

DHARMAPUKURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.-Monigram, P.O.-Dharmapukuria, P.S.-Bongaon, Dist.-North 24 Pgs.

NOTICE INVITING E-TENDER

The Prodhan, Dharmapukuria Gram Panchayat under Bongaon Development Block Inviting Online Tender (E/Tender) Untied **DPUK/132/2026 Dated: 13.02.2026, Tied DPUK/133/2026 Dated: 13.02.2026** under 15th FC fund (for efficient bidders for details visit Website- **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Dharmapukuria Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER & E-QUOTATION

N.I.E. ET. No. 81, 82, 83, 84, 85/WS/Eng/26 Dt. 12-02-26 & EQ. 53/ WS/Eng/26 Dt. 12-02-26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Tender reference: WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/ APAS 2NDCALL, Date: 05/02/2026
Tender ID- TENDER ID – 2026_MAD_5011122_1, 2026_MAD_5011122_2, 2026_MAD_5011122_3, 2026_MAD_5011122_4, 2026_MAD_5011122_5, 2026_MAD_5011122_6, 2026_MAD_5011122_7, 2026_MAD_5011122_8, 2026_MAD_5011122_9, 2026_MAD_5011122_10, 2026_MAD_5011122_11, 2026_MAD_5011122_12.

1. End date– **17.02.2026 at 18.00.** 2.Bid opening date- **19.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY RANAGHAT, NADIA

CORRIGENDUM FOR DATE EXTENSION 01

Memo. No.: 2804/RM, Date: 03.02.2026
Tender Ref No.: WBMAD/ULB/RM/NIT-15e/2025-26/ 2nd Call/SL1 & SL2
Tender ID: 2026_MAD_998814_1 & 2

Name of the work: : Different type of Work in different wards Ranaghat Municipality (2 nos.) under APAS Scheme List (Phase-II, Lot-I) Last Date Submission of Bid:**18.02.2026. This corrigendum will be a part of the document. All other terms and conditions will remain unchanged.**
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

NOTICE INVITING E-TENDER 2nd Call

N.I.E. ET. No. 103, 147, 146, 145, 132 (2nd Call Part-II), 132 (2nd Call, Part-I), 90 (2nd Call Part-I)/ PW/Eng/APAS/25 Dt. 18-11-25, 28-01-26, 12-12-25, 11-11-25 & ET. 153/PW/Eng/APAS/26 Dt. 12-02-26

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

BONGAON MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

NIT No.: WBMAD/NIeT/298/BM/2025-26/APAS, Date: 05.02.2026
Tender-ID- 2026_MAD_5011117_1, 2026_MAD_5011117_2, 2026_MAD_5011117_3, 2026_MAD_5011117_4, 2026_MAD_5011117_5, 2026_MAD_5011117_6, 2026_MAD_5011117_7, 2026_MAD_5011117_8, 2026_MAD_5011117_9, 2026_MAD_5011122_10.

1. End date– **17.02.2026 at 18.00.** 2.Bid opening date- **19.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-82/25-26 Dated 12.02.2026

Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1005836_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_1005845_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_1005861_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Khosalpur Gram Panchayat
Under Amta-I Panchayat Samity
Amta, Howrah

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 10 nos. development work(s) vide **NIT No.: WB/HWH/AMTA-I/KGP/NIT-35/2025-26/15th CFC, Date: 13.02.2026.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **14.02.2026 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.02.2026 up to 06:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **27.02.2026 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Khosalpur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার ব্লু লাইনে কেএমইউকে আরআরআই ইয়ার্ড, কেকেভিএস আরআরআই ইয়ার্ড এবং কেএনসিএস ইয়ার্ডে ডুয়াল ট্র্যাক ডিটেকশনের পুনর্বাসন, সম্প্রসারণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫,৩২,৪৬,৩৬০.১১ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৪,১৬,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতাগণ/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/১২-২০২৬

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

e-Tender No.- DHE/NC/NIeT-6 of 2025-26 (3rd Call)

Online Bid is invited by Nistarini College, Purulia for- **NIeT-6 of 2025-26 (3rd Call) for (Procurement of Books from Govt. Grant).** All NIeTs documents download and bid submission starting date (online)- **15.02.2026** and bid submission end date (online)- **23.02.2026 upto 10.00 a.m.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Principal
Nistarini College
Purulia, WB

ULUBERIA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

Notice Inviting e-Tender **No. -WBMAD/UM/957/e-Tender/2025-26, Dated: 13.02.2026,** (Construction of of Jhama Metal road at Dumping Ground in ward no 06 under Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Uluberia Municipality

DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT
MAHENDRAGANJ, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS

ABRIDGED NIT

eTender are being invited from the bidders **w.r.t.Tender 2026_ZPHD_1006215_1, 2026_ZPHD_1006215_2, 2026_ZPHD_1006215_3, 2026_ZPHD_1006472_1. Last date of tender dropping 21-02-2026 up to 1 PM.** And opening date of the tenders **23-02-2026 at 1.00 P.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- PRADHAN
DHASPARA SUMATINAGAR-I GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE
MUKUNDABAGH GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
MUKUNDABAGH, AZIMGANJ, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: mukundabaghgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender (**NIeT**) **No: 20/MGP/15TH FC/2025-26, 21/MGP/15th FC/2025-26, 22/ MGP/15TH FC/2025-26, 23/MGP/15TH FC/25-26 Dated: 13-02-2026**. The last date for online submission of tender is **21-02-2026 (Thursday) up to 14:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Jayanti Mahato
(Prodhan, Mukundabagh GP)

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.

TENDER NOTICE

No. 61/25-26/FCXVSWM/T Dated 13.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **23.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.

S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/42/2025-26, Dated : 13.02.2026, Fund: 15TH FC.** Bid Submission Start Date : **13.02.2026 at 03.50 PM.** Last Date of Bid Submission : **20.02.2026 up to 03.50 PM.** Date of Opening : **23.02.2026 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 490(2nd Call)/ 2025-26 and NIeT- 562 to 576/ 2025-2026, Dated- 11-02-2026 and 12-02-2026

e-Tenders are invited by the Executive Engineer/General Manager on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil and Electrical works at North 24 Parganas, Nadia, Howrah, Hooghly, Jalpaiguri, Burdwan, Jhargram & Mursidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in**
Bid submission start date- **11-02-2026 and 12-02-2026 after 06.00 pm.**
Bid submission end date- **18-02-2026, 19-02-2026, 24-02-2026 and 26-02-2026 upto 11.30 pm.**

Date : 13.02.2026 — Sd/- Executive Engineer/ General Manager

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

CORRIGENDUM NOTICE

Memo. No.: DMC/APAS/BR-2/11 — **Dated: 13/02/2026**

WBDMC/W/76(APAS) of 25-26 (3rd Call)	2026_MAD_5010723_1
WBDMC/W/114(APAS) of 25-26 (3rd Call)	2026_MAD_5010756_1
WBDMC/W/214(APAS) of 25-26 (3rd Call)	2026_MAD_5010768_1

The Bid Submission Closing Date will be 16-02-2026 up to 9.00 AM in lieu of 11-02-2026 upto 9.00 AM and Bid Opening Date will 17-02-2026 after 9.00 AM in lieu of 13-02-2026 after 9.00 AM. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-93/NIT-35/2025-26, ii) WB/HOW/BJPS/JGP-94/NIT-36/2025-26, iii)WB/HOW/BJPS/JGP-95/NIT-37/2025-26, iv) WB/HOW/BJPS/JGP-94/NIT-11/205-26,V) WB/HOW/BJPS/JGP-51/NIT-12/2025-26, VI) WB/HOW/BJPS/JGP-96/NIT-38/2025-26,VII) WB/HOW/BJPS/JGP-97/NIT-39/2025-26, Dated-13.02.2026, Fund: 15TH FC (TIED & UNTIED).** Bid Submission Start Date : **15.02.2026 at 01.00 PM.** Last Date of Bid Submission : **27.02.2026 up to 05.00 PM.** Date of Opening : **02.03.2026 at 10.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

NIT NO. BEUP/06/MBDA/2025-2026

Executive Officer, Mohabani Development Authority, Invites On-line tender for **New Installation of Solar light** Under Mohabani Development Authority. source of Fund **Bidhayak Elaka Unnayan Prakalpa (Keshpur AC)** work in the district-Paschim Medinipur. Information is available in the web site **www.wbtenders.gov.in** and also, Mohabani Development Authority notice board, **Bid Submission Start Date-16-02-2026 at 12:00 Hrs.** and last date of application on **25-02-2026 up to 12:00 PM**.

Executive Officer & Member Secretary
Mohabani Development Authority
&
Sub-Divisional Officer, Medinipur Sadar

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for Road restoration works due to laying of distribution network at various zone under Amrut 2.0 scheme within Raghunathpur Municipality

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	14.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	14.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	28.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	03.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-			
2026_MAD_1005014_1	2026_MAD_1005426_1`	2026_MAD_1005460_1	2026_MAD_1005498_1

For more details Please log on to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

BOARD OF COUNCILLORS OF
RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY
P.O. - Raghunathpur, Dist-Purulia

Chairman on behalf of Board of Councillors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting tender for various jobs under APAS scheme within Raghunathpur Municipality. (Corrigendum Notice)

Sl.	Particulars	Date	Time
1.	Date and Time of Publication	14.02.2026	10.30 A.M. onwards
2.	Bid Submission Start Date & Time	14.02.2026	11.00 A.M. onwards
3.	Bid Submission Close date & Time	28.02.2026	18.55 Hrs.. onwards
4.	Opening Date	03.03.2026	11.00 P.M. onwards

TENDER IDS :-		
2026_MAD_5010019_1	2026_MAD_5010020_1`	2026_MAD_5010013_1

For more details Please log on to **https://tenders.wb. gov.in/nicgep/app**

Sd/- Chairman
Raghunathpur Municipality,

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-61/2025-26 Dated 06.01.2026 (Sl. No.- 5, 6, 7, 8)
ADDA/DGP/ED/N-62/2025-26 Dated 06.01.2026 (Sl. No.- 1)
ADDA/DGP/ED/N-67/2025-26 Dated 15.01.2026 (Sl. No. 1)
ADDA/DGP/ED/N-69/2025-26 Dated 16.01.2026 (Sl. No. 2)
ADDA/DGP/ED/N-71/2025-26 Dated 20.01.2026 (Sl. No. 1, 2)

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 12.02.2026 in place of 05.02.26 for **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_985397_1 **(2)** Tender ID No. 2026_ADDA_985423_1 **(3)** Tender ID No. 2026_ADDA_985442_1 **(4)** Tender ID No. 2026_ADDA_992259_1 **(5)** Tender ID No. 2026_ADDA_985456_1 **(6)** Tender ID No. 2026_ADDA_984777_1 **(7)** Tender ID No. 2026_ADDA_989234_1 **(8)** Tender ID No. 2026_ADDA_992246_1 **(9)** Tender ID No. 2026_ADDA_990752_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.

Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Laying of 25mm Dia PVC Underground Pipe Line for Street Tap at Raju Badyakar House at Ruidas Para, Ward- 14, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/W/219(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012004_1 • Estimated Amount : 29,580/-
2) Name of the Work: Repairing of Road and Drain from Biplab Mondal House to Arindam Bhawan House, under Ward No.- 19, Booth- 114, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/453(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012053_1 • Estimated Amount : 1,49,450/-
3) Name of the Work: Construction of Community Tiolet at Anganwari Centre under Ward No.- 19, Booth- 114, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/453(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012053_2 • Estimated Amount : 8,49,078/-
4) Name of the Work: Construction of Road, Drain and Floor near Dhandabag Singha Para Durga Temple under W- 22, Booth- 22, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/436(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5012072_1 • Estimated Amount : 9,89,215/-

Last Date : 21st February 2026, up to 01:00 pm
For details : **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া–৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া। ই–টেন্ডার নংঃ ২৭১_২০২৫–২৬, কাজের বিবরণঃ** এইএন/নবদ্বীপধামের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ত্রিবেণী, খামারগাছি, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া, অম্বিকা কালনা, ধাত্রীগ্রাম, সমুদ্রগড়, পূর্বস্থলী, পাটুলি ইত্যাদিতে গ্যাং হাট নির্মাণ। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ১,৪১,০১,৬৩৬.৩২ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ২,২০,৫০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদনকরে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ মূল্য প্রদান–ই–টেন্ডারিংয়ের সাপেক্ষে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই–টেন্ডার পোর্টাল)–তে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসাবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

HWH-614/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

কবি ও রাজনীতিবিদ সরোজিনী নাইডু

এস ডি সুব্রত

কবি ও রাজনীতিবিদ সরোজিনী নাইডু । সরোজিনী নাইডু পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা কবিদের মধ্যে অন্যতম মনে করা হয়। বিশ্বনন্দিত অনেক মার্কিন ও ব্রিটিশ সাহিত্যিক তার সাহিত্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। পোয়েট্রি সুপ নামের একটি ওয়েবসাইট তাকে পৃথিবীর সেরা ১০০ কবির অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেখানে তার অবস্থান ছিল ১৯তম। ভারতীয় কোকিল বা দ্য নাইটেঙ্গেল অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। গান্ধীজি তাঁকে আদর করে ডাকতেন ‘মিকি মাউস’। ১৮৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি ভারতের হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কনকসার। নাইডুর পিতা ড. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদের রাজ্যের শিক্ষা উপদেষ্টা। মায়ের নাম কবি বরোদা সুন্দরী। তাঁর সাত ভাইবোনের ভিতর হারীন্দ্রনাথ কবি, নাট্যকার ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অপর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী।

১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। উল্লেখ্য তিনি সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বন্ধ রেখে, নানা বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান। সেখানে প্রথমে কিংস কলেজ এবং পরে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির গির্টন কলেজে অধ্যয়ন করেন । ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর হায়দ্রাবাদের ড. মতিয়ালা গোবিন্দরাজলু নাইডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। উল্লেখ্য এই দম্পতির চারটি সন্তানরা ছিলেন- জয়সূর্য, পদ্মজা, রণধীর ও লীলামণি। এর ভিতরে পদ্মজা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হয়েছিলেন। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। এই সূত্রে তিনি তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এই সূত্রে তৎকালীন সকল রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর প্রকাশিত The Golden Threshold, সাধারণ মানুষের কাছে ‘বুলবুলে হিন্দ’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন । ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ তৎপরতার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কায়সার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক প্রদান করে।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দেন। এই সময় থেকে তিনি সমগ্র ভারতে সভা সমাবেশ করে নারী মুক্তি, শ্রমিক অধিকার রক্ষা ও জাতীয়তাবাদের সমর্থনে তাঁর বার্তা প্রচার করা শুরু করেন। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বিহারে নীল চাষীদের বিষয়ে বৈঠক হয়। এরপর নীল চাষীদের অধিকার লাভের দাবিতে প্রচারাভিযানে অংশ নেন এবং চম্পারনের নীলচাষীদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেন।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে অ্যানি বেসান্তকে সভাপতি করে উইমেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলে নাইডু এই সংগঠনের সদস্য হন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারর রাওলাট আইন করে, সকল প্রকার ব্রিটিশবিরোধী রচনা নিষিদ্ধ করেন। এর প্রতিবাদে গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করলে, তিনি এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এই বছরেই তিনি অল ইন্ডিয়া হোম রুল ডেপুটেশনের সদস্য হিসেবে ইংল্যান্ডে যান।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জুলাই মাসে ভারতে ফিরে আসেন এবং ১লা আগষ্ট তিনি গান্ধীজির পক্ষে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পূর্ব আফ্রিকান ভারতীয় কংগ্রেসে, ভারতীয় কংগ্রেসের দলীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কানপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে অল ইন্ডিয়া উইমেন কনফারেন্স গঠিত হলে সরোজিনী তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং নারী শিক্ষা অধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের বার্তা নিয়ে আমেরিকা যান। সেখানে তিনি আফ্রিকান আমেরিকান এবং ভারতীয় আমেরিকানদের মধ্যকার বৈষম্যের প্রতিবাদ জানান। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি জাতীয় কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এই কারণে গান্ধিজিকে ৫ই মে গ্রেফতার করা হয়। এর কিছুদিন পর একই কারণে সরোজিনী নাইডুকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি কারাগার থেকে মুক্তি মুক্তি পান। ছাড়া পাওয়ার পর কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন। কিন্তু ওই বছরে আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু অসুস্থতার কারণে পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর ভারত ছাড় আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে এশিয়ান রিলেশন্স কনফারেন্সে স্টিয়ারিং কমিটিতে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সরোজিনী তাঁর বাগ্মিতার জন্য খ্যতিমান ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সরোজিনী নাইডু ভারতের উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ এলাহাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়।

সরোজিনী নাইডুর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি হলো -

The Golden Threshold – The Bird of Time Songs of Life– Death and the Spring –

The Gift of India – The Ambassador of Hindu Muslim Unity – The Broken Wing Songs of Love– Death and the Spring – The Sceptred Flute The Songs of India – The Feather of the Dawn, সরোজিনী নাইডু র গোল্ডেন থ্রেশহোল্ড লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। এরপর ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় দি বার্ড অফ টাইম এবং ১৯১৭ সালে দি ব্রোকেন উইং। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কাব্যগ্রন্থ ছিল দি ম্যাজিক ট্রি, দি উইজার্ড মাস্ক ও এ ট্রেজারি অফ পোয়েমস।

নাইডুর কবিতা ছিল গীতধর্মী ও সুরেলা, যা চিত্রকল্পে ভরপুর এবং যাতে বিভিন্ন প্রকার মিটার ও ছন্দের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল। বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল প্রেম ও মৃত্যু, বিরহ ও কামনা, এবং জীবনরহস্য ও আধ্যাত্মিকতা, যার সবগুলোই কবিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এগুলোতে ছিল প্রচুর বাকচাতুর্য, আদর্শ অতীত ও আদর্শ প্রেমের কথা, যদিও সময়ে সময়ে তা একঘেয়েমিতেও পরিণত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরোজিনীর কবিতার একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন এবং তিনি নিজে কয়েকটি কবিতা ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। নীচে অনুবাদে সরোজিনী নাইডুর কবিতা পত্রস্থ হল —

অনিত্য

না, শোক কোরো না যদিও জীবন দুঃখে ভরা,
তোমার শোকে কিন্তু প্রত্যুষ তার দীপ্তি ঢাকবে না,
বসন্তও তার ঔজ্জ্বল্য হারাবে না, আর পদ্মফুল ও অশোক পাতাকে
প্রস্ফুটিত সৌন্দর্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না।
না, কাতর হয়ো না, যদিও জীবন সমস্যার আঁধারে ছাওয়া,
সময় কিন্তু তার যাত্রাপথে থামবে না বা জমে যাবে না;
আজ যা দীর্ঘ, এত অদ্ভুত, এত তিক্ত মনে হয়,
অচিরেই সেগুলো হয়ে যাবে বিস্মৃত অতীত।
না, কেঁদো না; নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, নতুন মুখশ্রী,
আর জন্ম না নেওয়া বছরগুলো যত অব্যয়িত আনন্দ,
প্রমাণ করবে শোকের সঙ্গে তোমার হৃদয়ের বিশ্বাসঘাতকতা,
আর তোমার চোখ দুটোকে করে তুলবে অশ্রুর প্রতি অবিশ্বাসী।

সরোজিনী নাইডুর আজীবন কর্মসাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সরকার সরোজিনী নাইডু স্বর্ণপদক প্রবর্তন করেছেন। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে রয়েছে দ্য ইন্ডিয়ান, দ্য ফরেস্ট, রামমুরথম, দ্য সোল প্রেয়ার দময়ন্তী থেকে নালা ইন দ্য আওয়ার অফ এক্সাইল, এক্সট্যাসি, ইন্ডিয়ান ডান্সার, ইন্ডিয়ান লাভ-সং, ইন্ডিয়ান ওয়েভার্স, নাইটফল সিটি ইন হায়দ্রাবাদ, পালকিন বেয়ারার্স ইত্যাদি। যেটি সে সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় কবিতা ছিল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বহু ভারতীয় প্রবীণ কবির মতো মহান ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সরোজিনী নাইডুর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ময়দান T20 WORLD CUP 2026

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অঘটন জিম্বাবোয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অভিষেক লগ্নেই ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছিল আফ্রিকার দেশটি। সময় বদলেছে, বদলেছে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ভাষা ও গতিও। আরও আগ্রাসী, আরও প্রযুক্তিনির্ভর হয়েছে আধুনিক ক্রিকেট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াকে সামনে পেলেই জিম্বাবোয়ের চোখে যে আগুন জ্বলে ওঠে, সেই গল্পটা রয়ে গিয়েছে একই। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফের অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বড়সড় অঘটন ঘটাল সিকান্দর রাজার দল। ২৩ রানের ঐতিহাসিক জয় তুলে নিল জিম্বাবোয়ে। শুক্রবার প্রেমাদাসার স্লো উইকেটে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেই আগ্রাসনের সুর বেঁধে দেন ব্রায়ান বেনেট ও তাদিওয়ানাশে মারুমনি। পাওয়ার প্লে-তেই অজি বোলারদের ওপর চাপ তৈরি করেন দু’জনে। মারুমনি ২১ বলে ৩৫ রান করে মার্কাস স্টয়নিসের বলে ফিরলেও ততক্ষণে জিম্বাবোয়ের রান পৌঁছে গিয়েছে ৬১-তে। এরপর রায়ান বার্লের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটে ৭০ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন বেনেট। তবে মাঝের ওভারে এসে রানের গতি অনেকটাই কমে যায়। প্রেমাদাসার ধীরগতির উইকেটে অজি বোলাররা উইকেট তুলতে পারলেও রান আটকাতে পারেননি পুরোপুরি। নির্ধারিত ২০ ওভারে জিম্বাবোয়ে থামে ১৬৯ রানে। ওপেন করতে নেমে ৫৬ বলে অপরাজিত ৬৪ রান করেন বেনেট। শেষদিকে সিকান্দর রাজা ১৩ বলে ২৫ রান করে ইনিংসে গতি আনেন। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্টয়নিস ও ক্যামেরন গ্রিন একটি করে উইকেট নিলেও হতাশ করেন জাম্পা, ডারউইশ ও এলিসের মতো তারকারা। ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে মিচেল মার্শহীন অস্ট্রেলিয়া। জস ইংলিশ ফেরেন মাত্র ৮ রানে। অধিনায়ক ট্রাভিস হেডও ব্যর্থ;১৭ রানের বেশি করতে পারেননি। গ্রিন ও টিম ডেভিড শূন্য রানে আউট হওয়ায় ২৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধাক্কা খায় অজি শিবির। সেখান থেকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও বেন ডরশুইস। কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের ব্যাটে আধুনিক টি-টোয়েন্টির ছন্দ ধরা পড়েনি। ৩২ বলে ৩১ রান করে রায়ান বার্লের বলে বোল্ড হন ৩৭ বছরের তারকা। পঞ্চম উইকেটে ৮৭ রানের জুটি ভাঙতেই যেন অজি সমর্থকদের আশাও ভেঙে যায়। ম্যাট রেনশ ৪৪ বলে ৬৫ রান করলেও দল জয়ের কাছাকাছি না পৌঁছনোয় সেই ইনিংসের গুরুত্ব কমে যায়। হেড, ম্যাক্সওয়েল ও রেনশ ছাড়া বাকি ব্যাটারদের রান পাশাপাশি রাখলে মোবাইল নম্বরের মতো দেখায়। শেষ পর্যন্ত ব্লেসিং মুজারাবানি ও ব্র্যাড ইভান্সের দাপুটে বোলিংয়ে ১৪৬ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। মুজারাবানি ১৭ রানে ৪ উইকেট এবং ইভান্স ২৩ রানে ৩ উইকেট নেন। বার্ল ও ওয়েলিংটন মাসাকাদজা নেন একটি করে উইকেট। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আবারও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আগুন ঝরাল জিম্বাবোয়ে।

‘কোন টিমই ছোট নয়’ ইডেনে স্কটল্যান্ড ম্যাচে সতর্ক ইংল্যান্ড শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৬-এ স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অনুশীলনে ঘাম ঝরাল ইংল্যান্ড দল। ম্যাচের আগে এই ঐতিহাসিক মাঠে প্রস্তুতি সেরে নেওয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে হ্যারি ব্রুকের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ শিবির। বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠে নেমে পড়ে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। অনুশীলন শুরু হয় হালকা ফিল্ডিং ও ওয়ার্ম-আপ দিয়ে। এরপর ব্যাটিং এবং বোলিং;দু’দিকেই জোর দেয় ইংল্যান্ড। বিশেষ করে স্পিনের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিতে বাড়তি নজর ছিল। ইডেনের উইকেট যে ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে উঠতে পারে, তা মাথায় রেখেই নেট সেশনে লম্বা সময় ব্যাট করেন জেকব বেথেল, অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক এবং বাটলার। রিভার্স সুইপ, স্কুপ ও স্লগ-সুইপের মতো শটের মহড়াও দেখা যায়। বোলিং বিভাগেও ছিল ব্যস্ততা। আদিল রশিদ ও লিয়াম দাওসন স্পিনের ভাণ্ডার মেলে ধরেন, অন্যদিকে পেস আক্রমণে গতি ও লেংথে জোর দেন লুক উড এবং জোফ্রা আর্চার। বিশেষ করে ডেথ ওভারের পরিকল্পনা নিয়ে কোচিং স্টাফের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করতে দেখা যায় বোলারদের। অনুশীলনের ফাঁকে ইডেনের পরিবেশ এবং দর্শকদের উপস্থিতি নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা। জানা গিয়েছে, অনুশীলন দেখতেই গ্যালারিতে হাজির ছিলেন কিছু সমর্থক। তাঁদের করতালিতে বাড়তি অনুপ্রেরণা পেয়েছে দল। স্কটল্যান্ডকে হালকাভাবে নিতে নারাজ ইংল্যান্ড শিবির। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম জানিয়েছেন, ‘টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কোনও দলকেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। স্কটল্যান্ড আগেও বড় দলকে চাপে ফেলেছে। তাই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই নামতে চাই আমরা।’ সব মিলিয়ে ইডেন গার্ডেন্সে এই অনুশীলন ইংল্যান্ডের আত্মবিশ্বাস যেমন বাড়াল, তেমনই স্কটল্যান্ড ম্যাচের আগে তাদের পরিকল্পনাও আরও স্পষ্ট করে দিল।

পাকিস্তান ম্যাচের আগে সূর্যদের কী মন্ত্র দিলেন কাপজয়ী রোহিত শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নামিবিয়ার বিরুদ্ধে দাপুটে জয়ে যেন যুদ্ধের মহড়াই সেরে ফেলল টিম ইন্ডিয়া। ৯৩ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সূর্যকুমার যাদবের দল। এমন জয়ের পর সাধারণত যে কোনও দল বা কোচ স্বস্তিতে থাকার কথা। কিন্তু ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের কপালে চিন্তার ভাঁজ পুরোপুরি মিলিয়ে যাচ্ছে না। কারণ সামনে যে শুধু আর একটা ম্যাচ নয়;রবিবারের সেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান-যুদ্ধ।

দিল্লিতে নামিবিয়ার বিরুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রস্তুতি যে আসলে দু’টি ম্যাচ ঘিরে, তা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি। একদিকে মাঠে নামিবিয়া, অন্যদিকে মাথার ভিতরে পাকিস্তান। সহজ জয়ের পরেও ভারতীয় শিবিরে তাই অতি আত্মতুষ্টির লেশমাত্র নেই। বরং এই আবহেই ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

রবিবারের মহারণে ভারতকে ফেভারিট মানতে নারাজ ‘হিটম্যান’। তাঁর মতে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ফেভারিট শব্দটার কোনও জায়গাই নেই। রোহিত বলেন, তআমি কোনও দিনই ফেভারিট কথাটায় বিশ্বাস করিনি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আকর্ষণ আলাদা। এই ম্যাচের আবহ, চাপ আর উত্তেজনা সবকিছুই আলাদা।দ নামিবিয়ার বিরুদ্ধে জয় যতই দাপুটে হোক, তার প্রভাব যে পাকিস্তান ম্যাচে সরাসরি পড়বে না, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে আইসিসি রোহিত শর্মাকেই বেছে নিয়েছে। দুইটি বিশ্বকাপ জেতানোর পুরস্কার হিসেবেই এই স্বীকৃতি। এর আগে কোনও সক্রিয় ক্রিকেটারকে এত বড় টুর্নামেন্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর করা হয়নি। সেই অভিজ্ঞ রোহিতই জানিয়ে দিলেন, কাগজে-কলমে শক্তি বা অতীত সাফল্য মাঠে নামার সময় কোনও কাজে আসে না।

রোহিতের কথায়, ‘গত ১০ বছরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে অনেক কিছু ঘটেছে। এখন সব দলই নিয়মিত টি-টোয়েন্টি খেলে। কিন্তু মাঠে নেমে শুধু জিতব আর ২ পয়েন্ট পাব;এই ভাবনা নিয়ে খেলা যায় না। পয়েন্ট পেতে হলে নির্দিষ্ট দিনে আপনাকে ভালো খেলতেই হবে। না হলে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।’

অতীত রেকর্ড বা ইতিহাসকে একেবারেই গুরুত্ব দিতে নারাজ প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর মতে, বর্তমান ফর্মই আসল। ‘আগে কী হয়েছে, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। টিম এখন কেমন খেলছে, সেটাই সবচেয়ে বড় বিষয়। কোন ক্রিকেটার ফর্মে আছে, কে নেই;তার উপরই ম্যাচের ফল নির্ভর করে। এখন যে কোনও দল যে কোনও দলকে হারাতে পারে,’ স্পষ্ট বার্তা রোহিতের।

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার সাফল্য প্রশ্নাতীত। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ অল্পের জন্য হাতছাড়া হলেও ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ছ’টি শতরান নিয়ে তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটারও বটে।

সেই অভিজ্ঞতার ঝুলিতেই পাকিস্তান ম্যাচের আগে সূর্যকুমার যাদবের দলকে একটাই বার্তা দিলেন রোহিত;নাম, খ্যাতি বা ফেভারিট তকমা ভুলে নির্দিষ্ট দিনে সেরা ক্রিকেট খেলতে হবে। তাহলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত ফল।